NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ বিচারপতি বর্মাকে সরাতে তিন সদস্যের কমিটি গঠন স্পিকারের

নকল আধার কার্ড তৈরি, গ্রেপ্তার ২ ৫

কলকাতা ১৩ অগস্ট ২০২৫ ২৭ শ্রাবণ ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ৬৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.08.2025, Vol.19, Issue No. 65, 8 Pages, Price 3.00

ওবিসি মামলায় শুনানি নয় দ্রুত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওবিসি মামলার জট কিছুতেই কাটছে না। মঙ্গলবার এনিয়ে রাজ্যের দ্রুত শুনানির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, বৃহস্পতিবার শুনানি হবে। প্রধান বিচারপতি সাফ জানান, যে সময় মামলাটি তালিকায় রয়েছে, সেই সময়ই শুনানি হবে। আসলে ওবিসি মামলার জেরে আটকে রয়েছে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স, নার্সিং-সহ একাধিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ, যাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। তার জেরে মামলাটির দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু মূল মামলার শুনানি ৯ সেপ্টেম্বর।

রাজ্যের নতুন ওবিসি তালিকার উপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহৃত হয়েছে আগেই। জয়েন্ট-সহ নানা পরীক্ষায় ভর্তিতে নতুন করে জট তৈরি হয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের এই নির্দেশে। এরপরই এ ব্যাপারে মামলা করে রাজ্য। তবে রাজ্যের এই আবেদন সোমবার ফেরায় সুপ্রিম কোর্ট। এরপর মঙ্গলবার ফের একাধিক জটিলতার কথা জানিয়ে দ্রুত শুনানির আবেদন জানায় রাজ্য। রাজ্যের সেই আবেদনও ফিরিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে জানানো হয়, 'ওবিসি মামলায় দ্রুত শুনানি নয়।'

গত ২৮ জুলাই ওবিসি শংসাপত্রের বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। হাইকোর্টের ওই রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল শীর্ষ আদালতে। সোমবার সেই মামলার শুনানি এক মাস পিছিয়ে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। প্রসঙ্গত, ওবিসি জটের জেরে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ফলপ্রকাশও এত দিন ধরে আটকে রয়েছে। অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ।

আর সেই কারণেই ওবিসি শংসাপত্রের বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের তরফে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আর্জি শোনেননি প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। মঙ্গলবারও এনিয়ে দ্রুত শুনানির আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট। এরপরই জানানো হয়, এক মাস পর নির্ধারিত দিনেই ওই মামলার শুনানি হবে। ফলে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই জয়েন্টের ফল প্রকাশ করতে হবে রাজ্যকে, জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ নয় আধার

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তেই সায় দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: আধার কার্ড নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণপত্র হতে পারে না। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তেই সায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, আধার কার্ড কেবলই পরিচয়পত্র। সেটা নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণপত্র হতে পারে না। কমিশন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাই সঠিক।

বিহারের স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে বিচারপতি সূর্য কান্তর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, 'নির্বাচন কমিশনই ঠিক। আধারকে নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণপত্র হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। এটা যাচাই করার প্রয়োজন পড়ে।' ঘটনাচক্রে এই সুপ্রিম কোর্টই সম্প্রতি বিহারের নিবিড় সংশোধনে আধার কার্ড যোগ করার পরামর্শ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশনকে। কিন্তু কমিশন সেই পরামর্শ খারিজ করে জানিয়ে দিয়েছে, বিশেষ নিবিড় সংশোধনে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড গ্রহণ করা যাবে না।

মামলার শুনানি চলাকালীন আইনজীবী কপিল সিব্বল আদালতে জানান, আবেদন করার জন্য কমিশন যে নথিগুলির কথা

বলছে, যদি তা কারও কাছে না থাকে, তবে তিনি কী ভাবে আবেদন করবেন? যদিও বিচারপতি কান্ত বলেন, 'ফর্মে কোথায় লেখা আছে সব নথি থাকা বাধ্যতামূলক?' তিনি আরও বলেন, 'নাগরিকত্বের জন্য কোনও একটি নথি অবশ্যই থাকতে হবে। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু নথি রয়েছে। একটি সিমকার্ড কিনতে গেলেও নথি দিতে হয়। উদাহরণ হিসাবে বলছি, জাতিগত শংসাপত্রও অনেকে দিতে পারেন। কোনও নথি অবশ্যই রয়েছে। সরকার বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক দেওয়া কোনও না কোনও নথি কমিশন তো গ্রহণ করছে।'

উল্লেখ্য, বিহারের এসআইআর-এর জন্য নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হিসাবে মোট ১১টি নথির তালিকা দিয়েছে কমিশন। কিন্তু অনেক ভোটারের কাছে এই ১১ নথির কোনওটিই নেই। সেইসব ভোটারদের আবার অধিকাংশই প্রান্তিক, দরিদ্র। এদের মধ্যে অনেকের নামই ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ওই ১১টি নথি না থাকায়। ওই প্রান্তিক ভোটারদের কথা ভেবেই অতীতে সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ডকে এসআইআর-এর প্রামাণ্য নথির তালিকায় যোগ করতে বলেছিল। কিন্তু এবার সেই সুপ্রিম কোর্টই কমিশনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলে দিল, কমিশনই ঠিক। আধার কার্ড থাকলেই কাউকে নিশ্চিতভাবে ভারতের নাগরিক বলা যায় না।

আধার-প্যান-এপিক থাকলেই নাগরিক নয়

মন্তব্য বম্বে হাইকোর্টের

মুম্বই, ১২ অগস্ট: আধার, প্যান বা ভোটার কার্ড থাকলেই কোনও ব্যক্তি নিজেকে ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করতে পারেন না। এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর জামিন খারিজ করে মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করেছে বম্বে হাইকোর্ট। যে ব্যক্তির জামিন খারিজ করেছে আদালত, তিনি বাংলাদেশি বলে অভিযোগ উঠেছিল। অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। ভুয়ো নথি বানিয়ে দশ বছর ধরে এ দেশেই থাকছিলেন বলে অভিযোগ।

মঙ্গলবার বিচারপতি অমিত বোরকারের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। বাবু আধুল রউফ সর্দার নামে এক ব্যক্তির জামিন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বৈধ পাসপোর্ট ছাড়া বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছেন তিনি। তার পর ভারতে এসে ভুয়ো নথি দিয়ে আধার, প্যান এবং পাসপোর্টও তৈরি করেছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে মুম্বই পুলিশ। তার পরই তিনি বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

আদালতে অভিযুক্ত দাবি করেন, তাঁর কাছে এ দেশের আধার, প্যান এবং ভোটার কার্ড রয়েছে। যা ভারতের নাগরিক হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তা হলে কেন তাঁকে বাংলাদেশি বলা হচ্ছে? যদিও তাঁর এই যুক্তি গ্রাহ্য হয়নি আদালতে। বিচাপরতি বোরকার ওই ব্যক্তির জামিন খারিজ করে দিয়ে জানান, শুধুমাত্র আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং ভোটার কার্ডের মতো নথি থাকলেই একজন ব্যক্তি নিজেকে ভারতের নাগরিক হিসাবে দাবি করতে পারেন না। জামিনের আর্জি খারিজ করে বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, আধার-প্যান-ভোটার কার্ডই ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নথি নয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কে ভারতের নাগরিক হতে পারেন, কীভাবে ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়, তা

শুধুমাত্র আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং ভোটার কার্ডের মতো নথি থাকলেই একজন ব্যক্তি নিজেকে ভারতের নাগরিক হিসাবে দাবি করতে পারেন না। জামিনের আর্জি খারিজ করে বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, আধার-প্যান-ভোটার কার্ডই ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নথি নয়। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কে ভারতের নাগরিক হতে পারেন, কীভাবে ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়, তা নাগরিকত্ব আইনে স্পষ্ট বলা রয়েছে।

নাগরিকত্ব আইনে স্পষ্ট বলা রয়েছে।

১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে স্পষ্ট বলা আছে, কে নাগরিক হতে পারেন, কী ভাবে নাগরিকত্ব অর্জন করা যেতে পারে। আধার, প্যান এবং ভোটার কার্ডের মতো নথিগুলি শুধুমাত্র শনাক্তকরণ বা পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে।

রাজ্যে পরপর খুন, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে একের পর এক খুনের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প নিয়ে মুখ্যসচিবের ডাকা জেলাশাসকদের বৈঠকে হঠাৎই হাজির হন তিনি। প্রায় আধঘণ্টা বৈঠকে থেকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রকল্পের প্রচার এবং মানুষের সুবিধা নিশ্চিত করতে একাধিক নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত কয়েক দিনে তিনটি খুনের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন, শুধুমাত্র থানার আইসি বা ওসিদের ওপর আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব দিয়ে চলবে না, জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদেরও সরাসরি দায়িত্ব নিতে হবে। খুনের মতো গুরুতর অপরাধ ঠেকাতে পুলিশ প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে। আইসি-ওসিদের পাশাপাশি এসপি ও সিপিদেরও প্রত্যক্ষ তদারকি করতে হবে বলে নির্দেশ দেন তিনি।

প্রকল্পের প্রচার আরও বাড়ানোর ওপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। কোথায় কোথায় ক্যাম্প হচ্ছে, তা সাধারণ মানুষকে জানানো, মানুষের সুবিধা হবে এমন জায়গায় ক্যাম্প আয়োজন, মন্ত্রী ও সিনিয়র

অফিসারদের মধ্যে বণ্টন করা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন এবং সমস্যার দ্রুত সমাধানে লোকেশনভিত্তিক নজরদারির নির্দেশ দেন তিনি।

কমিশনের তলবে আজ দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে পাঁচ কর্মীর শাস্তির সুপারিশ কেন মানা হলো না তা জানতে এবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিল্লিতে তলব করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তরফে মঙ্গলবার এক নির্দেশ পাঠিয়ে জানানো হয়েছে বুধবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে মুখ্যসচিবকে প্রয়োজনীয় নথি-সহ সশরীরে হাজিরা দিতে হবে। পাশাপাশি কমিশনের প্রশ্ন, কেন এবং কোন কারণে তাদের নির্দেশ তিনি পালন করেননি বা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তা সরাসরি ব্যাখ্যা দিতে হবে। আজ সকালের বিমানে মুখ্যসচিব দিল্লি যেতে পারেন বলে জানা গিয়েছে।

এই ঘটনায় ভোটার তালিকা বিতর্কে রাজ্য সরকারের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের দ্বন্দ আরও চরমে উঠল। ভুয়ো নাম তোলার অভিযোগে কমিশনের সুপারিশ না মানায় এবার রাজ্যের মুখ্য সচিবকেই দিল্লিতে ডেকে পাঠালো নির্বাচন কমিশন। দুই ইআরও, দুই এআইআরও ও এক অস্থায়ী ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে সাসপেনশন ও এফআইআর এর নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। প্রথম নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় দ্বিতীয়বার সময় বেঁধে চিঠি পাঠানো হলেও রাজ্য

সরকার শুধুমাত্র একজন এআইআরও ও ওই ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে ভোট সংক্রান্ত কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়। বাকি তিনজনের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তদন্তের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে কমিশনকে জানানো হয়। সরকারের এই ব্যাখ্যায় কমিশন সন্তুষ্ট নয় বলে মনে করা হচ্ছে। তবে হাজিরার নোটিস পেয়ে মুখ্যসচিব দিল্লি গেলেও কমিশনের প্রতি রাজ্য সরকারের অবস্থানের খুব একটা বদল হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, এদিনও প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের কাজে যুক্ত কর্মীদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টর অভিযোগ এনেছেন।

জানা গিয়েছে, কমিশনের নির্দেশ মত ওই ঘটনার তদন্ত করতে মুখ্যসচিবের নির্দেশে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক সিনিয়র আধিকারিকের নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্ত ইআরও, এআইআরও এবং ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে তলব করা হবে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক

■ আগামী সোমবার ১৮ অগস্ট ফের রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকা হয়েছে। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে মুখ্যমন্ত্রী ফের মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকায় জল্পনা তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে ওইদিন বিকেল চারটেয় নবান্নে বসবে মন্ত্রিসভার বৈঠক। সোমবার বৈঠক করে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকলেন তিনি। মঙ্গলবার আগামী মন্ত্রিসভার বৈঠকের নির্ঘণ্ট জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এবার সাত দিনের মধ্যেই ফের বৈঠক ডাকা হল। এই অল্প দিনের ব্যবধানে ফের বৈঠক ঘিরে জল্পনা বাড়ছে।

মমতার অভয়

■ ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে যুক্ত সরকারি কর্মীদের উদ্দেশে স্পষ্ট আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে তাঁর বার্তা, 'ভয় পাবেন না, রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে। সৎভাবে কাজ করুন, কেউ কিছু করতে পারবে না।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা ভোটার লিস্টের কাজে যুক্ত, তাঁদের আতঙ্কে রাখা যাবে না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমরা আপনাদের সঙ্গে রয়েছি।' তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'বাংলা মাথা নত করতে শেখেনি। স্বাধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আমরা কোনও ফ্যাসিস্ট শক্তির কাছে মাথা নোয়াবো না।'

মুনিরের পর এবার বিলাবল, সিন্ধু নিয়ে সরাসরি যুদ্ধের হুঁশিয়ারি বেনজির-পুত্রের

ইসলামাবাদ, ১২ অগস্ট: সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে ফের হুমকির সুর পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা বেনজির ভুট্টোর পুত্র বিলাবল ভুট্টো জারদারির গলায়। সোমবার সে দেশের সিন্ধু প্রদেশে একটি সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের ডাক দিলেন তিনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'যুদ্ধে মোদীকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা পাকিস্তানিদের রয়েছে।' ভারতের সঙ্গে আর এক দফা চুক্তি হলে পাকিস্তান সিন্ধু এবং তার পাঁচটি উপনদীরই দখল নেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

রবিবারই আমেরিকা থেকে ১০টি মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ভারতে হামলার হুমকি দিয়েছিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান তথা ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। বলেছিলেন, 'আমরা একটি পরমাণু শক্তিধর

দেশ। যদি মনে হয় আমরা ধ্বংসের পথে এগোচ্ছি, তবে অর্ধেক বিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে ধ্বংস হব।' এমনকি ভারতকে আক্রমণ করতে গিয়ে ঝকঝকে মার্সেডিজ গাড়ি এবং নুড়ি ভর্তি ট্রাকের তুলনা টেনেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'ভারত হাইওয়ের উপর দিয়ে আসতে থাকা ঝাঁ-চকচকে একটা মার্সেডিজ, ঠিক ফেরারির মতো। কিন্তু আমরা নুড়ি ভর্তি ট্রাক। গাড়িটাকে যদি ট্রাক ধাক্কা দেয়, পরাজয় কার হবে?' ঘটনাচক্রে, তার পরের দিনই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিলেন বিলাবল।

গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের উপর জঙ্গি হামলার ঘটনায় পাকিস্তানকে দায়ী করে ১৯৬০ সালের সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে দিয়েছিল ভারত। সিন্ধু এবং তার পাঁচ উপনদীর জল কী ভাবে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বণ্টিত হবে, এই চুক্তির শর্ত তা স্থির করে। সিন্ধু, বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগা; এই তিন নদী পাকিস্তানের উপর দিয়ে প্রবাহিত। ভারত চুক্তির শর্ত না-মানলে শুখা মরসুমে পাকিস্তানে জলের সঙ্কট তৈরি হতে পারে। সোমবার বিলাবল বলেন, 'যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিন্ধুর উপর যুদ্ধ ঘোষণা করে থাকেন, তা হলে তিনি আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার উপর আক্রমণ হানছেন।'

এর আগেও অবশ্য একাধিক বার সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বিলাবল।

মেয়াদ বাড়ল 'সংঘর্ষবিরতি'র, শুল্কযুদ্ধে চিনকে আরও ৯০ দিন সময় আমেরিকার

ওয়াশিংটন, ১২ অগস্ট: গুঞ্জন শুরু হয়েছিল ভারতের পর এবার চিন। রুশ তেল কেনার অপরাধে এবার শি জিনপিংয়ের দেশকে শাস্তি দিতে চলেছে আমেরিকা। খোদ মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সই এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু সব জল্পনাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানিয়ে দিলেন, চিনের উপর শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত আরও ৯০ দিন স্থগিত রাখা হচ্ছে। পালটা চিনও জানিয়ে দিয়েছে, তারাও আপাতত মার্কিন পণ্যের উপরে অতিরিক্ত শুল্ক চাপাবে না।

এবার ট্রাম্প জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ১০ নভেম্বর রাত ১২টা বেজে ১ মিনিট পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে নয়া শুল্ক লাগু করার সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ এই সময়কালে যে শুল্ক নেওয়া হচ্ছে তাই বলবৎ থাকবে। বলে রাখা ভালো, চিনে পণ্যের

উপর আমেরিকা ৩০ শতাংশ শুল্ক নেয়। আর মার্কিন পণ্যে বেজিং নেয় ১০ শতাংশ শুল্ক। আপাতত সেটাই থাকছে।

অর্থাৎ আরও ৯০ দিন চিনা পণ্যের উপর আপাতত ১৪৫ শতাংশ শুল্ক চাপাবে না আমেরিকা। এদিকে মার্কিন পণ্যের উপরও ১২৫ শতাংশ শুল্ক চাপাবে না চিন। সোমবার যখন ট্রাম্পকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল চিনের উপরে শুল্ক চাপানোর বিষয়ে, তিনি বলেছিলেন, 'আমরা দেখছি। তবে ওরা চমৎকার ভাবেই বিষয়টা সামলাচ্ছে। আমার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সম্পর্কও খুবই ভালো।' এরপরই নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে এই বিষয়ে ঘোষণা করেন ট্রাম্প। গত মে মাসে জেনেভায় চিন-আমেরিকা বৈঠকের পর দুই পক্ষই সম্মত হয় ৯০ দিনের জন্য শুল্ক-বিরতি রাখার। পরে জুলাইয়ের শেষে স্টকহোমে ফের দুই দেশের বৈঠক হলেও তখন এই নিয়ে ঘোষণা করা হয়নি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭২৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sandip Mondal (old name) S/o. Late Ratan Mondal, R/o. Keota Shyamsundarpur, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sandip Francis Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sandip Mondal & Sandip Francis Mondal, S/o. Late Ratan Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Mathew Snehasis Mondal.

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)

বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।

বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।

M-9830508955/ 8972034019

নাম-পদবী

গত ০৮/০৮/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৬৯২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Arif Ali S/o. Akbar Ali, R/o. Kanibamni, Pindira, Kalna, Purba Burdwan-712146, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Ariya Sultana) জন্ম সার্টিফিকেটে আমার ও আমার স্ত্রী-র সঠিক নাম Sekh Arif Ali ও Mohosina Khatun-এর পরিবর্তে Sk Arif Ali ও Mohasina Khatun লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Sekh Arif Ali ও Sk Arif Ali এবং আমার স্ত্রী Mohosina Khatun ও Mohasina Khatun সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭২৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Usha Mondal (old name) W/o. Sandip Francis Mondal, R/o. Keota Shyamsundarpur, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Maria Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Usha Mondal & Maria Mondal W/o. Sandip Francis Mondal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Mathew Snehasis Mondal.

নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৪৪৪০ নং এফিডেভিট বলে আমি Rakhi Saha (old name) W/o. Prabal Kumar Saha, D/o. Sukumar Das, R/o. Tomar Dan, Panchanan Tala, G.T. Road (Purba), Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rakhi Saha Das (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Rakhi Saha & Rakhi Saha Das, W/o. Prabal Kumar Saha, D/o. Sukumar Das, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Susmita Patra, W/O- Ashoke Patra, residing al Vill- Paramanandapur, P.O.- Sitala Paramanandapur, P.S.- Panskura, Dist- Purba Medinipur. That my name has been written as Rina Patra in the column of mothers name of my said sons birth certificate I, Susmita Patra as declered in the court of Ld. Chief Judical Magistrate (1st Class) at Tamluk vide affidavit No. 3036 Dt- 11-03-25 "Susmita Patra" and "Rina Patra" as same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Kalyani Saha স্বামী Raja Saha, R/o- 7 No. Manindranagar, P.O- Cossimbazar Raj P.S.- Berhampore, Dist- Murshidabad. A.D.S.R. Berhampore land deed No- 7637 Dt- 15/07/2013 আমার নাম Sanchita Saha W/O- Raja Saha আছে। গত ইং- ২৩/০৭/২০২৫ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Kalyani Saha এবং Sanchita Saha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Khusboo Singh** W/o. Rajiv Kumar Singh Residing at (11/C Kings Road Howrah-711101) have Changed my name and shall henceforth be known as **Khushboo Singh** as declared before the Notary Public / First Class Judicial Magistrate District court, vide affidavit no 12484/25 Dated. 06/08/2025 **Khusboo Singh** and **Khushboo Singh** both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Kuntal Chakraborty S/o Late Kusum Kumar Chakraborty Residing at - 3C Nishani Apartment, 67/9, Manik Bandopadhyay Sarani, Kolkata - 700040. In some of my records my name is recorded as Kuntal Kumar Chakraborty. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at CMM's Court, Kolkata, dated - 23.07.2025 I, **Kuntal Chakraborty** and **Kuntal Kumar Chakraborty** both are same and one identical person.

নাম-পদবী পরিবর্তন

গত 28/07/2025 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে 6550 নং এফিডেভিট বলে আমি Kajal Dosad W/o. Sanjay Dosad, R/o. 48, L/H, Sitala Sthan Locopara, Keota (CT), Bandel, Chinsurah, Hooghly -712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে আমার, আমার স্বামীর ও কন্যার সঠিক নাম Kajal Dosad W/o. Sanjay Dosad ও Sanjana Dosad-এর পরিবর্তে Kajal Dushad W/o. Sanjoy Dushad ও Sanjana Dushad লিপিবদ্ধ হইয়াছে। **Kajal Dosad W/o. Sanjay Dosad** ও কন্যা **Sanjana Dosad** এবং **Kajal Dushad W/o. Sanjoy Dushad** ও কন্যা **Sanjana Dushad** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জন সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **ওমর ফারুক মোল্লা**, পিতা- মতলেব মোল্লা, সাং ও পোস্ট- বাজিতপুর, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০৫, জেলা- হুগলী, থানা- ধনিয়াখালি, মৌজা- বাজিতপুর, জে. এল- ২১২, হাল খতিয়ান- ১৫০ ও ৮৩৯ নং, সাবেক দাগ নং- ৬৯৮/১৬২৫, হাল দাগ নং- ১৫৮, দাগের অংশীদার হইতেছেন। তাহার নিজস্ব আর্থিক প্রয়োজন হেতু উক্ত সম্পত্তিতে তাহার নিজ অংশ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। উক্ত বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে উক্ত দাগের অন্যান্য অংশীদার গনের কোনোরূপ দাবী, আপত্তি, অগ্রক্রয়ের অধিকার থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমার মক্কের সহিত কিংবা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত সমস্যার সমাধান করিবেন নচেৎ আমার মক্কেল কোন অংশীদারের কোনোরূপ দাবি ও আপত্তি, অগ্রক্রয়ের অধিকার নাই এইরূপ বিবেচনা করত অপর তৃতীয় ব্যক্তির অনুকূলে তাহার নিজ অংশ বিক্রয় করিবেন। পরবর্তীকালে কোন অংশীদারের কোনোরূপ দাবি অগ্রক্রয়ের অধিকার গ্রাহ্য হইবে না।

বিনীত- **মহঃ রাজীব**

ওমর ফারুক মোল্লা এর পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবি এ্যাডভোকেট জেলা জর্জ কোর্ট হুগলী চুঁচুড়া- হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রীমত্যা প্রমিলা বিশ্বাস, স্বামী- মৃত মন্মথ নাথ বিশ্বাস, সাং- সরাবপুর, পোঃ- দেউলী, থানা- চাকদহ, হাল সাং ও পোঃ- সুবর্ণপুর, থানা- হরিনঘাটা জেলা- নদীয়া। মৌজা - ৭৫ নং হুদা, পক্ষে বিগত ইং ২৩/১২/২০১৪ তারিখে, হরিণঘাটা রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্টিকৃত IV-59/14 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রীমতী ঝুমা বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী প্রভাষ বিশ্বাস, সাং- সারদাপল্লী, (হুদা), পোঃ পূর্বনওয়াপাড়া, থানা- ধানতলা, জেলা- নদীয়া, মহাশয়া, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট- II B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

PUBLIC NOTICE

We, [1] Shiw Kumar Bairagara, son of Gouri Shankar Bairagara of Flat – 1D, Block-6, 74/1, Narkeldanga Main Road, Near Subhas Sarobar, Phoolbagan, Pin - 700054. That in Hidco's documents my name has been recorded as "Shiw Kumar Bairgara". By virtue of Affidavit dated 06.08.2025 has declared that "Shiw Kumar Bairagara", "Shiw Kumar Bairgara" is the same identical person and [2] Aruna Bairagara, Wife of Kamal Kumar Bairagara of Block-5, Flat No. 10H, 74/1, Narkel Danga Main Road, Swabhumi, Pin - 700054. That in Hidco's documents my name has been recorded as "Aruna Bairgara". By virtue of Affidavit dated 06.08.2025 has declared that "Aruna Bairagara", "Aruna Bairgara" is the same identical person.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the original Title Deeds, details of which are given below, have been misplaced and are not traceable.

1. An Indenture of Sale dated 18.10.1996 registered on 13.01.1998 in the office of the A.D.S.R Alipore, South 24 Parganas and recorded in Book No. I, being No. 159 for the year 1998.
2. An Indenture of Sale dated 18.10.1996 registered in the office of the A.D.S.R Alipore, South 24 Parganas and recorded in Book No. I, being No. 580 for the year 1998.
3. An Indenture of Sale dated 18.10.1996 registered in the office of the A.D.S.R Alipore, South 24 Parganas and recorded in Book No. I, being No. 582 for the year 1998.
4. An Indenture of Sale dated 18.10.1996 registered in the office of the A.D.S.R Alipore, South 24 Parganas and recorded in Book No. I, being No. 581 for the year 1998.
5. An Indenture of Sale dated 18.10.1996 registered in the office of the A.D.S.R Alipore, South 24 Parganas and recorded in Book No. I, being No. 158 for the year 1998.
6. An Indenture of Sale dated 18.10.1996 registered in the office of the A.D.S.R Alipore, South 24 Parganas and recorded in Book No. I, being No. 579 for the year 1998.
7. An Indenture of Sale dated 02.08.1996 registered in the office of the A.D.S.R Alipore, South 24 Parganas and recorded in Book No. I, being No. 1064 for the year 1998.
8. An Indenture of Sale dated 18.10.1996 registered in the office of the A.D.S.R Alipore, South 24 Parganas and recorded in Book No. I, being No. 157 for the year 1998.

The report of the same has been lodged at the Ekbalpur Police Station, Ekbalpore being GDE No. 2570 dated 31.07.2025.

Any third party asserting a claim over the scheduled property or any person in possession of the aforesaid original Title Deeds are required to notify the undersigned within 10 days from the date of Publication.

Upon publication of this Notice, any action taken by any person based on the original Title Deeds will be unlawful and void. Upon expiry of 10 days, the owners of the property may proceed to take all action against the property based on the certified copies of the Title Deeds.

Schedule of property:

ALL THAT piece and parcel of land admeasuring 211 Cottahs 6 Chitaks 12 Square feet be the same or a little more or less together with Factory Building, Stores, Dining Cum Rest Room etc., standing thereon lying and situated at Premises No. 14, Mayurbhanj Road, Police Station - Ekbalpur, Kolkata - 700023, West Bengal, Ward No. 78 under the Kolkata Municipal Corporation.

Anna Malhotra, Advocate
(Mob no. **9830029737**) of
58/12, Prince Anwar Shah Road,
Kolkata 700045

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>

সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>

সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>

প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>

নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>

অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>

শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ ই আগস্ট। ২৭ শে শ্রাবন। চতুর্থী তিথি। বুধ বার। জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র দশা বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, দোষ নেই।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(শুভ কর্ম -- শ্রী শ্রী মনসা দেবী ও অষ্টনাগ পূজা এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

জলমগ্ন ইএসআই হাসপাতাল, সাপের উপদ্রবে আতঙ্কিত রোগী-চিকিৎসাকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমলেও, দুর্ভোগ কাটেনি বেলুড় ইএসআই হাসপাতালে। সাত-আট দিন ধরে হাসপাতাল চত্বরে হাঁটু-সমান নোংরা জল জমে আছে। ভেতরে-বাইরে সেই জল পেরিয়েই যাতায়াত করছেন চিকিৎসক, নার্স, রোগী এবং তাঁদের আত্মীয়রা। দীর্ঘদিনের এই জলাবদ্ধতায় বিরক্তি জমেছে সবার মধ্যে।

হাসপাতালের গেট থেকে শুরু করে ওয়ার্ডের ভেতর পর্যন্ত জল থই থই অবস্থা। দূর থেকে দেখলে যেন হাসপাতালের চত্বরটি খালে পরিণত হয়েছে। এমন অবস্থায় চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া ক্রমেই বিড়ম্বনার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করেছে সাপের উপদ্রব। বৃষ্টির জলে সাপ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ছে, কখনও গাছে চড়ে আবার গাড়ির ওপরও পড়ে যাচ্ছে। চিকিৎসাকর্মীরা গামবুট পরে কাজ করলেও রোগী ও তাঁদের স্বজনদের আতঙ্ক কাটছে না।

হাসপাতালের এক চিকিৎসকের গাড়িচালক সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এখানে হাঁটু সমান জল জমে যায়। টোটো বা গাড়ি ঢুকতে চায় না। গাড়ির ভেতরেই দরজা বন্ধ করে বসে থাকতে হয়। বৃষ্টির জলে সাপ গাছে উঠে যায়, আবার হঠাৎ গাড়ির গায়েও পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে বাইরে বের হওয়াই বিপজ্জনক। চিকিৎসা করাতে আসা প্রভাস ঢালীর অভিযোগ, বছরের পর বছর একই অবস্থা চলছে। জমা জল থেকে চর্মরোগ ও অন্যান্য সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। উপরন্তু চারপাশে জঙ্গল থাকায় জল নামতে না-নামতেই সাপের উৎপাত বেড়ে যায়। ডাক্তার দেখানোর অপেক্ষার জায়গাটাও এখন জলের নীচে।

যদিও কর্মীদের মতো সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ না-করলেও, হাসপাতালের সুপার বর্তমান সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা, আশপাশের রাস্তা উঁচু হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির জল হাসপাতালে ঢুকে পড়ছে এবং বের হতে পারছে না। সমাধানে হাসপাতালের চৌহদ্দি উঁচু করার কাজ শুরু হয়েছে, যা আগামী এক বছরের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ততদিন পর্যন্ত কর্মীদের গামবুট ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ না হলে বেলুড় ইএসআই হাসপাতাল বর্ষাকালে প্রতি বছর একই সমস্যার মুখোমুখি হবে, আর রোগীদের চিকিৎসার চেয়ে জল এড়ানোই হয়ে উঠবে বড় চ্যালেঞ্জ।

শতাব্দী প্রাচীন গাছ কাটার অভিযোগ ক্লাবের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃক্ষছেদন দণ্ডনীয় অপরাধ। তবুও বন আইনকে উপেক্ষা করেই চলছে বৃক্ষছেদন। এবার গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে শ্যামনগরের ঐতিহ্যবাহী যুগের প্রতীক ক্লাব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ভাটপাড়া পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যানার্জি পাড়া রোডে অবস্থিত শ্যামনগর যুগের প্রতীক ক্লাব।

একটা সময় এই মাঠ থেকে উঠে আসা ফুটবলাররা কলকাতার মাঠ দাপিয়েছিলেন। যদিও এখন সবই অতীত। উদীয়মান ফুটবলার কিংবা ক্রিকেটার তৈরির জন্য ক্লাবের মাঠে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। অভিযোগ, বিখ্যাত এই যুগের প্রতীক ক্লাবের মাঠের ধারে থাকা সুবিশাল একটি অর্জুন গাছ ছাঁটাই অজুহাত দেখিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে। গাছ কাটার প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা। এমনকি স্থানীয় কাউন্সিলর হিমাংশু সরকারও গাছ কাটার প্রতিবাদ জানান।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা জানান, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছের অবদান অপরিসীম। অথচ ক্লাব কর্তাদের নির্দেশে এখানে নির্বিচারে গাছ কাটা হচ্ছে। গাছ কাটার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জগদ্দল থানার পুলিশ এবং বন দপ্তরের আধিকারিকরা। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা ক্লাব কর্তাদের নোটিশ দিয়ে বুধবার তাদের ব্যারাকপুর ওয়ারলেশ মোড় সন্নিহিত বনাঞ্চল কার্যালয়ে দেখা করতে বলেছেন। স্থানীয় কাউন্সিলর হিমাংশু সরকার বলেন, বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়া গাছ কাটা উচিত হয়নি। গাছ কাটার ক্ষেত্রে ক্লাব কর্তা বন দপ্তরের অবশ্যই অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল।

রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরুর পর আচমকা বন্ধে ক্ষুব্ধ শ্যামনগরবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিল্পাঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক শ্যামনগর ফিডার রোড। জগদ্দল বিধানসভার অধীনস্থ এই রাস্তা একধারে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সংযোগকারী। অপরদিকে ঘোষপাড়া রোডের সঙ্গে যুক্ত এই রাস্তা। অভিযোগ, দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে বেহাল দশায় পরিণত শ্যামনগর ফিডার রোড। অন্নপূর্ণা খেলার মাঠ থেকে শুরু করে বাসুদেবপুর পর্যন্ত রাস্তা খানাখন্দে ভরা। খুদে পড়ুয়া কিংবা পথ চলতি মানুষজনকে মুখে রুমাল কিংবা মাস্ক লাগিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, কয়েকদিন আগে

পূর্ত দপ্তরের তরফে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। এমনকি অন্নপূর্ণা বাজারের কাছে রাস্তায় খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়েছিল। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে আচমকা রাস্তা সংস্কারের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের।

শ্যামনগর শরৎ পল্লির প্রবীণ বাসিন্দা বরুণ কৃষ্ণ পাল জানান, শ্যামনগর বাজারে তাঁর দোকান আছে। প্রতিদিন সাইকেল চালিয়ে কাউগাছি মোড় থেকে ফিডার রোড ধরে দোকানে যেতে হয়। তাঁর অভিযোগ, রাস্তার অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ। কয়েকদিন আগে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে গেল। বরুণবাবুর আরও অভিযোগ, চড়াই উতরাই রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে শ্যামনগর বাজারে যেতে হচ্ছে। একদিকে রাস্তাঘাট ধুলোয় ভরা। এবরো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে কোমড় ও পিঠে ব্যথা হচ্ছে। বাইক ও স্কুটি আরোহীরা মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। তাঁর দাবি, অবিলম্বে এই রাস্তা সংস্কার করা প্রয়োজন।

সাইকেল আরোহী ভরত চন্দ্র দাস বলেন, ফিডার রোড দিয়ে এখন সাইকেল চালানো দুষ্কর হয়ে উঠেছে। তাছাড়া গোটা রাস্তা ধুলোয় পূর্ণ থাকায় বয়স্কদের কাশি হচ্ছে। কী কারণে হঠাৎ রাস্তার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, তা তিনি জানেন না। তবে মানুষের ভোগান্তি দূর করতে ফের রাস্তার কাজ শুরু করা দরকার। যদিও বেহাল রাস্তার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন জগদ্দল বিধানসভার অধীনস্থ কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমীর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ফিডার রোড সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। কাজটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পথচলতি মানুষজনের খুব অসুবিধা হচ্ছে। ধুলোর জেরে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। তবে ১৫ অগস্টের আগেই ফের রাস্তার কাজ শুরু হবে। রাস্তার হাল নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধানের বক্তব্য, তিনি সাইকেল চালিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। কিন্তু রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালাতে তাঁর খুব অসুবিধা হচ্ছে। পাশাপাশি অত্যধিক ধুলোর কারণে দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে।

নবান্ন অভিযানের অশান্তি মামলায় দুই বিজেপি নেতা হাওড়া আদালতে হাজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানের সময় অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া বিজেপি যুব মোর্চার আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক অভীক মণ্ডল ও কর্মী ঈশ্বর গোপকে মঙ্গলবার দুপুরে হাওড়া জেলা আদালতে আনা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া থানায় দায়ের হওয়া মামলার ভিত্তিতেই এই দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার গভীর রাতে রানিগঞ্জের আমরাসোঁতা ফাঁড়ি থেকে তাঁদের আটক করে হাওড়া পুলিশ। পরে রাতেই বিশেষ নিরাপত্তায় তাঁদের হাওড়ায় নিয়ে আসা হয়। আদালতে আনার আগে হাওড়া থানার সামনেও কয়েকজন বিজেপি কর্মী জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। পুলিশ দ্রুত তাঁদের সরিয়ে দেয়। আদালত চত্বরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়, যাতে কোনও অনভিপ্রেত পরিস্থিতি তৈরি না-হয়।

বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল অভিযোগ করেছেন, পুলিশ রাজনৈতিক চাপে কাজ করছে। ভিডিয়ো ফুটেজ থাকলে জনসমক্ষে আনুক। হাওড়া পুলিশের দাবি, সিসিটিভি ও ড্রোন ফুটেজে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা গিয়েছে এবং আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে আদালত এই মামলার পরবর্তী শুনানির তারিখ ঠিক করবে বলে জানা গিয়েছে।

সেনকো গোল্ডের চেন ফেস্টিভ্যাল চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস হল পঁচাশি বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিচালিত একটি শীর্ষস্থানীয় প্যান-ইন্ডিয়া জুয়েলারি খুচরো বিক্রেতা। তারা ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য চেন ফেস্টিভ্যাল চালু করেছে এবং একটি এক্সক্লুসিভ ফ্রিডম অফার চালু করেছে, যেখানে গ্রাহকরা সোনা, প্ল্যাটিনাম এবং ডায়মন্ড চেন এবং নেক পিসের বিস্তৃত পরিসরের নতুন ডিজাইন সংগ্রহ করতে পারবেন। এই অফারের অংশ হিসাবে, ব্র্যান্ডটি সোনা, হীরা, রূপা, প্ল্যাটিনাম এবং গসিপ জুয়েলারি আইটেম ক্রয়ের ওপর আকর্ষণীয় ছাড় দিচ্ছে, পাশাপাশি আরও অনেক অফার রয়েছে।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে পণ্যবাহী যান

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে পণ্যবাহী যান চলাচল। কোনা এক্সপ্রেসওয়ে এই পণ্যবাহী যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সকাল ছ'টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সেতুতে নিয়ন্ত্রণ করা হবে যান চলাচল। ভারী ও পণ্যবাহী গাড়ি আপাতত চলবে না সেখান থেকে। এমনটাই নির্দেশিকা জারি করা হল কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। এর আগে লালবাজারে এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে বসেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মা এবং হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী। ওই সাংবাদিক বৈঠক থেকেই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়। এরপর আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, কলকাতা থেকে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কমুখী পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে টালা সেতু, বিটি রোড এবং নিবেদিতা সেতু হয়ে চলাচল করতে হবে। আগামী রবিবার থেকে এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে। তবে কিছু-কিছু গাড়ির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে গ্যাস সিলিন্ডারের গাড়ি, জ্বালানিবাহী গাড়ি, ওষুধ, সবজি, ফল, মাছ, দুধ এবং অক্সিজেনবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে এই নির্দেশ প্রজোয্য হবে না।

উল্লেখ্য, এতদিন পর্যন্ত দুপুরের দিকে মাঝারি এবং হালকা পণ্যবাহী গাড়িকে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে যেত। তাদের কলকাতায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত। আপাতত তা বন্ধ রাখা হচ্ছে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৩ অগাস্ট ২০২৫, ২৭ শ্রাবণ ১৪৩১ বুধবার

মুখ্যসচিবের ভূমিকায় তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিব নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অমান্য করার প্রসঙ্গ টেনে মনোজ পন্থ-সহ এই রাজ্যে অন্য রাজ্য থেকে এসে উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানো আধিকারিকদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। নির্বাচন কমিশনের কিছু পদক্ষেপ ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ভূমিকা নিয়েও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সুকান্ত বলেন, 'কমিশন কী ভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, জানি না। কমিশন প্রতিক্রিয়া জানাবে, তবে এতে আমাদের সুযোগ তৈরি হবে। কিন্তু কমিশন কোনও সমঝোতায় রাজি হবে না। আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি তা নিয়ে কিছুই পরোয়া করছি না।' এরপর কমিশনের একাংশ আধিকারিকের প্রসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, 'ওরা বাঙালি নন, বহিরাগত। এত আধিকারিক আছেন, কিন্তু তাঁরা এই রাজ্যের বাসিন্দা নন। এখানে আসেন, অথচ যে সংবিধানের জন্য আমাদের করের টাকায় তাঁদের মাইনে, নীলবাতি গাড়ি, আবাসন, পরিবারের বাচ্চাদের শিক্ষা, সবই হয়, অথচ সেই সংবিধানের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। কেন তা হলে আমরা ওদের আমাদের কর দেব?'

সংবিধানের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, 'ভারতের সংবিধান বলে, তারা বেতন পাবে, গাড়ি পাবে, চাকরি পাবে, সন্তানদের জন্য টাকা পাবে, আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা পাবে,এ কারণেই আমি কথাটা বললাম।' সুকান্তের প্রশ্ন, 'এটা সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবিধান প্রদত্ত সবকিছু তারা পায় অথচ সংবিধান মানে না, তা হতে পারে না। এর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

নবান্ন অভিযানে কেন অংশ নয় জানাল চিকিৎসক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানে কেন অংশ নেয়নি তা নিয়ে চিকিৎসকদের সংগঠনকে প্রশ্ন করেছিলেন তিলোত্তমার বাবা। এবার এই বিষয়ে মুখ খুলল চিকিৎসক সংগঠন। এবার তাদের তরফ থেকে স্পষ্ট বার্তা, চিকিৎসকদের সংগঠন কোনও রাজনৈতিক দলের সংগঠন নয়।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার তিলোত্তমার ন্যায়বিচারের দাবিতে তাঁর মা-বাবা নবান্ন অভিযানের ডাক দেন। সেই অভিযানে তৃণমূল বাদে সব রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানান তাঁরা। তবে বাস্তবে দেখা যায় বিজেপি বাদ দিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি। ঠিক তেমনই এই অভিযানে অংশ নেয়নি চিকিৎসকদের সংগঠনও। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে মুখ খোলেন তিলোত্তমার বাবা। বলেছিলেন, 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে চিকিৎসকদের সংগঠন সিপিএমের হয়ে রাজনীতি করছে।'

সূত্রে খবর, চিকিৎসক সংগঠনের তরফ থেকে মঙ্গলবার একটি বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানে স্পষ্ট ভাবে তাদের তরফ থেকে জানানো হয়, এই মঞ্চ কোনও রাজনৈতিক দলের সংগঠন নয়। এই বিবৃতিতে সংগঠনের তরফ থেকে এও জানানো হয়, 'দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাতে চাই, সমস্ত রকম দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে চিকিৎসক সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিবাদী মানুষ ও সংগঠনকে নিয়েই এই মঞ্চ তৈরি হয়েছে। এই মঞ্চের প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় লক্ষ্য তিলোত্তমার ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা। আর যেন কোনও তিলোত্তমা যাতে না হয় সেই লড়াই চালিয়ে যাওয়া।'

এর পাশাপাশি চিকিৎসকদের সংগঠনের দাবি, তিলোত্তমার মৃত্যু একটি প্রতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক হত্যা। মঞ্চ তাদের বিবৃতিতে এও জানায়, 'এখনও পর্যন্ত ন্যায় বিচার না-পাওয়াটাও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করা বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য উভয় সরকার একই রকম উদ্যোগী।' একই সঙ্গে এও বলা হয়েছে, এই সংগঠন তিলোত্তমার মা ও বাবার লড়াইকে কুর্নিশ জানায়। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই সঠিক বিচার ছিনিয়ে আনার জন্য চিকিৎসকদের এই সংগঠন তাদের সঙ্গে এই লড়াইতে আগেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। পাশাপাশি এই ইস্যুতেই ১৪ই অগস্ট 'রাত দখলের ডাক' দেওয়া হয়েছে মঞ্চের তরফে।

যাদবপুর-টালিগঞ্জে পানীয় জল সমস্যা জানুয়ারিতে মিটবে, জানালেন ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জানুয়ারির মধ্যেই ধাপা 'জয় হিন্দ' জল প্রকল্পে প্রতিদিনের প্রয়োজনে অতিরিক্ত ২০ মিলিয়ন গ্যালন পানীয় জল পরিশোধনের প্রকল্প তৈরি হয়ে যাবে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম পুরসভার পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে ধাপা জয় হিন্দ জল প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তারই মধ্যে এমনই এক আশার খবর দিতে শোনা গেল কলকাতা পুরসভার মেয়রকে। এই অতিরিক্ত ২০ মিলিয়ন গ্যালন জলে তপসিয়া থেকে বাইপাসের ধারে বিভিন্ন এলাকা যাদবপুর এবং টালিগঞ্জের কিছু অংশ বাসিন্দারা উপকৃত হবেন। গড়িয়া ঢালাই ব্রিজের কাছে একই ভাবে আরও ১০ মিলিয়ন গ্যালন অতিরিক্ত জল উৎপাদনের জন্য আরও একটি জল প্রকল্প তৈরি করছে কলকাতা পুরসভা।

এর পাশাপাশি কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এও জানান, প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়ে গেলে কলকাতায় পানীয় জলের সমস্যা আর থাকবে না, ডিপ টিউবয়েলের প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে। এর আগে ধাপা জল প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মেয়র। এখন কাজের অগ্রগতি অনেকটাই ত্বরান্বিত হয়েছে, গোটা কার্যক্রম পরিদর্শনের পর জানান ফিরহাদ।

পুলিশকর্মীদের নিগ্রহে পথে পরিবারের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশকর্মীদের নিগ্রহ করার ব্যাপারে মঙ্গলবার পথে নামেন পুলিশ কর্মীদের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের তরফ থেকে স্পষ্ট প্রশ্ন, কেন পুলিশকে এ ভাবে নিগ্রহ করা হবে তা নিয়েই।

সঙ্গে এ অভিযোগও ওঠে, রাজ্য সরকার বা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মানেই কুকথা শুনতে হবে পুলিশকে এটাই যেন সাধারণ ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। সদ্য আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে যে নবান্ন অভিযান হয়েছে সেখানেও এই চিত্রের ব্যতিক্রম কিছু ঘটতে দেখা যায়নি। মার খেতে হয়েছে পুলিশকে, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এরপরও বারবার তাদের অশালীন ভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। গালিগালাজ থেকে শুরু করে নোংরা কথা বলা হচ্ছে। পুলিশদের তো বটেই, তাঁদের মতো পরিবারের সদস্যদেরও ছাড়া হচ্ছে না। তাঁদের সাফ কথা, পুলিশেরও বাড়িতে মা-বোন-স্ত্রী-সন্তানরা আছেন। এইসব ঘটনা তাঁদের ওপর বড় প্রভাব ফেলছে।

নবান্ন অভিযান চলাকালীন পুলিশকে কুকথা বলার অভিযোগ ওঠে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। পাশাপাশি দাবি করা হয়, পুলিশকে ফেলে পেটানো হয়েছে। এই ইস্যুতে মঙ্গলবার ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গেল পুলিশকর্মীদের পরিবারের সদস্যদের। এই প্রসঙ্গে পুলিশকর্মীদের পরিবারের এক সদস্যা জানান, 'নবান্ন অভিযানে বিরোধী দলনেতা নগরপালকে বাজে ভাষায় কথা বলেছেন। এটা মানা যায় না। পুলিশকর্মী ভাইকে প্রাণে মারার চেষ্টা করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা সুরক্ষা কবচ নিয়ে প্রতিনিয়ত পুলিশকে আক্রমণ করেছে। এর জন্য ধিক্কার। আমাদের পরিবারের মান সম্মান রাখে না। আমাদের ভাই-স্বামীরা রাস্তায় ডিউটি করছেন। কেউ বলছেন বউ-বিক্রি কর, কেউ বলছে পুলিশ মাকে বিক্রি কর। এটা মানা যায় না।'

এদিনের এই সাংবাদিক বৈঠক চলাকালীনই সাংবাদিকদের একাংশ বীরভূমের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। সম্প্রতি, তাঁর বিরুদ্ধেও পুলিশকে হুমকি ও তাঁর পরিবারের স্ত্রী-মাকে নিয়ে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করতে শোনা যায়। এরই প্রেক্ষিতে পুলিশের পরিবারের এক সদস্য বলেন, 'ব্যাপারটা জানাজানি হতেই উনি ক্ষমা চেয়েছেন। ওঁর নামে কেস হয়েছে। আমরা তো তখনই প্রতিবাদ করেছি। তদন্ত চলছে, দোষী হলে নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে।' এর পাশাপাশি তাঁদের সংযোজন, 'কে বিজেপি, কে তৃণমূল জানি না। আমরা প্রতিবাদ করছি।'

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে তিরঙ্গা আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে।

নবান্ন অভিযানে পুলিশকেই মারধর, জানালেন মিরাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবান্ন অভিযানে পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন মিরাজ খালিদ।

নবান্ন অভিযানে তিলোত্তমার মাকে মারধর করা হয়েছে বলে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গিয়েছে তিলোত্তমার মা-বাবাকে। এছাড়াও পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। নবান্ন অভিযানের দু'দিন পর এই ইস্যুতেই বৈঠক করেন যুগ্ম কমিশনার হেডকোয়ার্টার মিরাজ খালিদ, যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) রূপেশ কুমার এবং ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়।

এদিনের এই বৈঠকে মিরাজ খালিদ বলেন, 'গত ৯ তারিখ নবান্ন অভিযান হয়। 'নবান্ন চলো' সমাজ মাধ্যমে প্রচার চলে। পুলিশকে কোনও কিছু জানানো হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ ফেসবুকে ডাক দেয় বলে জানতে পারি। এরপর কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে ওদের ই-মেল করা হয়। সেই সময় তারা বলে আমরা আয়োজক নই। তারপর আদালতে যায়।' এই প্রসঙ্গে মিরাজ খালিদ এও বলেন, 'পুলিশের তরফে বলা হয়, হয় সাঁতরাগাছি বা রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে বিক্ষোভ দেখানো যেতে পারে। এ ব্যাপারে একটি প্রেস ব্রিফিংও করা হয়েছিল।'

আর এই প্রসঙ্গে যুগ্ম কমিশনার হেডকোয়ার্টার এও বলেন, '৯ তারিখ পুলিশ ছিল। ওখানে ৫০০ মতো লোক ছিল। হঠাৎ করে রানি রাসমণি না-গিয়ে ডোরিনা গিয়ে সাউথের দিকে মিছিল যায়। সেই সময় পুলিশ বাধা দেয়। বলা হয় যে রুট ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মিছিল পার্কস্ট্রিটের দিকে এগোতে থাকে। কেউ কথা শোনেনি। এই ঘটনায় পুলিশকে মারধরও করা হয়। ৫ জন পুলিশ আহত হন, ডিসির গার্ড গুরুতর আহত হয়েছেন। ৬টি কেস রেকর্ডও হয়েছে।'

এরপর এদিন মিছিলের একটি ভিডিয়ো দেখানো হয় পুলিশের তরফে। সেই ভিডিয়ো দেখানোর পর পরবর্তীতে পুলিশের তরফে জানানো হয়, পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকায় মৃদু লাঠিচার্জ করা হয়। এরপর প্রশ্ন ওঠে তিলোত্তমার মায়ের অভিযোগ নিয়ে। এ প্রসঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে যুগ্ম কমিশনার হেডকোয়ার্টার মিরাজ খালিদ এও বলেন, 'আমরা চাইনি উনি আহত হন। পুলিশকে ফেলে মেরেছে খতিয়ে দেখেছি।

এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী: অগ্নিমিত্রা পাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: 'তৃণমূলের আসল ভোটব্যাঙ্ক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, তাই এসআইআর নিয়ে এত হইচই করছে।' হাওড়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই অভিযোগ তুললেন আসানসোলের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। মঙ্গলবার হাওড়া আদালতে আটক দুই বিজেপি কর্মীর সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে তিনি রাজ্য সরকার ও তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একের পর এক কটাক্ষ করেন।

নবান্ন অভিযানের ঘটনায় হাওড়া সিটি পুলিশ দু'টি মামলা দায়ের করে, একটি ৯ অগস্ট হাওড়া থানায়, অন্যটি জগাছা থানায়। অভিযোগে বেআইনি জমায়েত, পুলিশের নির্দেশ অমান্য, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর-সহ একাধিক ধারায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়। তদন্তে নেমে পুলিশ অভিক মণ্ডল ও মনোরঞ্জন ঘোষ নামে দুই বিজেপি কর্মীকে রানিগঞ্জ থেকে আটক করে। তাঁরা সেদিন সাঁতরাগাছি ও মল্লিক ফটকে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। পরে তাঁদের হাওড়া সিটি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং মঙ্গলবার আদালতে তোলা হয়।

কোর্ট লকআপে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'আদালতের অনুমতি নিয়ে মিছিল হলেও, আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার করে একাধিক ধারায় মামলা দেওয়া হচ্ছে। একসময়ের বিরোধী নেত্রী মমতা ব্যানার্জি এখন বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে চাইছেন।' আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের অভয়া রায় ধর্ষণ-খুন মামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি অভিযোগ করেন, 'এক বছরেও বিচার হয়নি,

বরং মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের মদতে তথ্য-প্রমাণ লোপাট করেছেন। আজ পুলিশের স্ত্রীদের দিয়ে প্রেস কনফারেন্স করানো হচ্ছে। কিন্তু যখন অনুব্রত মণ্ডল পুলিশকর্মীদের স্ত্রী-মা নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন, তখন কেন তাঁরা চুপ ছিলেন?'

এসআইআর নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে আক্রমণ করে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'নির্বাচন কমিশন অভিষেকের মামারবাড়ি নয়। ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে অভিষেক নিজেই জিতেছেন। ডায়মন্ড হারবারে সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে এসআইআর হলে।' তিনি আরও বলেন, 'অতীতেও এসআইআর হয়েছে, তা হলে এবার এত বিতর্ক কেন? কারণ তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। সিএএ ইস্যুতে আন্দোলনের মতো এবারও মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু মানুষ এখন স্বচ্ছ ভোটার তালিকাই চান।'

ওবিসি সংরক্ষণ ইস্যুতে রাজ্যকে তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে ফের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক শক্ত করার তোষণনীতির বলি হচ্ছে রাজ্যের বর্তমান প্রজন্ম।

শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করছে এই তৃণমূল সরকার। ১০ শতাংশ অতিরিক্ত ওবিসি তৈরি করেছে, কাদের থেকে কেটে এই তালিকা বাড়ানো হয়েছে? হিন্দুদের উপকার করবে না, কারণ এরা হিন্দু-বিরোধী। জেনারেল কাস্টের থেকে ১০ শতাংশ কেটে মুসলিমদের খুশি করতে চাইছে। অথচ স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দিয়েছে। এখন খারিজি মাদ্রাসায় পড়লে কোনও সংরক্ষণের সুযোগ পাবে?'

তিনি আরও অভিযোগ করেন, আইনি লড়াইয়ের নামে কখনও হাইকোর্ট, কখনও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার ফলে প্রেসিডেন্সি-সহ বহু কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া আটকে আছে, জয়েন্টের ফল প্রকাশ হয়নি। তাঁর দাবি, উদ্দেশ্য একটাই, হিন্দুরা সংরক্ষণ পাবে না, শুধু মুসলিমরা পাবে। তাও অবৈজ্ঞানিক ভাবে, মাত্র চারশোটি বাড়িতে সার্ভে করেই সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই অস্বচ্ছতার জেরে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে বলে অভিযোগ করেন শমীক।

এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক তরজা, মুখোমুখি অভিষেক-শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে ফের সরগরম রাজ্যের রাজনীতি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার অভিযোগ করেন, বাংলার ভোটার তালিকা নিয়ে একতরফা সংশোধনের চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, যদি সত্যিই বর্তমান তালিকায় অনিয়ম থাকে, তবে আগে লোকসভা ভেঙে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করুন, তারপর গোটা দেশে একযোগে সংশোধন প্রক্রিয়া হোক। অভিষেকের বক্তব্য, গুজরাত বা উত্তরপ্রদেশের তালিকা ঠিক ধরা হবে, আর বাংলা বা বিহারের ক্ষেত্রে ভুল ধরা হবে;এমন বৈষম্য চলতে পারে না। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি রাজনৈতিক স্বার্থে ভোটার তালিকা নিয়ে কারচুপি করছে এবং নির্বাচন কমিশন তা দেখেও পদক্ষেপ করছে না। তিনি আরও সতর্ক করেন, তৃণমূল এবার বৃহৎ জনসমাবেশ করে কমিশন ঘেরাও করবে।

যাত্রীরা খুব খুশি এসি লোকাল ট্রেন পরিষেবায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকাল ট্রেনযাত্রার গরম ও ভিড়ের চিত্র পালটে দিল নতুন অধ্যায়। রবিবার উদ্বোধনের পর সোমবার থেকে নিয়মিত পথে নামল বাংলার প্রথম শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত লোকাল ট্রেন, শিয়ালদা থেকে রানাঘাট রুটে। পূর্ব রেলের দাবি, মুম্বইয়ের পর এটাই পূর্ব ভারতের প্রথম এসি লোকাল পরিষেবা।

প্রথম দিনই সকাল ৮টা ২৯ মিনিটে রানাঘাট থেকে ছাড়ে ট্রেনটি, আর সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে শিয়ালদা থেকে ফেরার যাত্রা শুরু হয়। নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে কৌতূহলী সাধারণ মানুষ, সবাই চেপে দেখলেন ঝকঝকে কোচ, ঠান্ডা পরিবেশ ও কম ভিড়ের স্বাদ। কেউ একে তুলনা করলেন 'বন্দে ভারতে'র অভিজ্ঞতার সঙ্গে, কেউ বললেন, 'লোকাল ট্রেনে এমন আরাম স্বপ্নেও ভাবিনি।'

যাত্রীরা মনে করছেন, এই পরিষেবার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব তাঁদেরও। তবে প্রথম দিনই ধরা পড়েছে টিকিটবিহীন যাত্রী, যাঁদের রেল কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে। পূর্ব রেলের শিয়ালদা শাখা জানিয়েছে, ব্যয়বহুল এই পরিষেবায় সবার নির্ধারিত ভাড়া দেওয়া প্রয়োজন। এখন দিনে মাত্র এক জোড়া এসি লোকাল চললেও, চাহিদা বাড়লে আরও পরিষেবা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। যাত্রীদের মতে, শিয়ালদা-রানাঘাট রুটে এই ট্রেন যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যের নতুন যুগের সূচনা করল।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

এতদ্বারা জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, **মেসার্স স্বচ্ছ বেভারেজেস প্রা. লি.** এবং এর জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ঋণগুলিকে নন পারফরর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আরও, ব্যাংক, ২০০২ সালের সারফেসি আইনের বিধান অনুসারে, নীচে বর্ণিত সম্পদের প্রতীকী দখল নিয়েছেন। ব্যাংক কিছু/সমস্ত বন্ধকী সম্পদের ক্ষেত্রে বিক্রয়ের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং, সেই অনুযায়ী, ২০০২ সালের সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের (আইন) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে ঠিকানাপ্রাপ্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় নোটিশ জারি করেছে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে পাওনা ঋণের পরিমাণ **২৭.০৯.২০১৬ তারিখ থেকে কার্যকর মতে অধার্য সুদ, চার্জ এবং অন্যান্য খরচ সহ ৪,৫২,২২,০১২.৩০ টাকা (চার কোটি বাহান্ন লাখ বাইশ হাজার বারো টাকা এবং তিরিশ পয়সা)**। যাইহোক, কিছু নোটিশ অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে এবং তাই তাদেরকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাংক এই নোটিশের তারিখ থেকে ত্রিশ (৩০) দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে আইন অনুসারে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি সাধারণ নিলামে বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ক্রম নং	প্রাপকের ঠিকানা (ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা)	২০০২ সালের সারফেসি আইনের ৮(৬) অধীনে নোটিশের তারিখ	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**স্বচ্ছ বিভারেজেস প্রা লি**	১১.০৮.২০২৫	ফ্ল্যাট নং ২১৪, ৩য়তল, এরিয়া ৬৬৬ বর্গফুট ভবন/সোসাইটি নাম : ভিভিয়েন ভ্যালি, স্ট্রিট/এরিয়ার নাম : কোনা এক্সপ্রেস হাইওয়ে, ল্যান্ডমার্ক : লেক ল্যান্ড কান্ট্রি ক্লাব কমপ্লেক্স, থানা : ডোমজুড়, জেলা হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭১১৪০৩ (আরএস দাগ নং ৬৩৭০, এলআর দাগ নং ৬৩৯৪, এলআর খতিয়ান নং ১৮২১/১, জেএল নং ৫১, মৌজা : নিবরা, থানা : ডোমজুড়, জেলা : হাওড়া), দলিল নং ১-১৭১৬- ২০১০ সালের, সম্পত্তি শ্রী মানস রায় এর নামে।
২.	**শ্রী মানস রায়**	১১.০৮.২০২৫	
৩.	**শ্রী সুনীল ঘোষ**	১১.০৮.২০২৫	
৪.	**শ্রী রোহিত লোহিয়া**	১১.০৮.২০২৫	
৫.	**শ্রীমতি ইন্দ্রানী চক্রবর্তী**	১১.০৮.২০২৫	
৬.	**মেসার্স অ্যাডামস মার্কেটিং প্রা লি।**	১১.০৮.২০২৫	

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাকে জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ ঃ ১৩.০৮.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি II, কলকাতা

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক - এ, ৩য় তল, রাজারহাট নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া পো- হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১
ইমেল - sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী কৃষ্ণানন্দ ঝা,** পিতা শ্রী বাবু নারায়ণ ঝা, নিবাস : ৩য়তল, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১১, প্রেমিসেস নং ৪৮৬, কামডহরি, পূর্বপাড়া, বাঁশদ্রোণী, দাক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৮৪, **আরও ঠিকানা :** ৬ সুখলাল জহরি লেন, বিশুদ্ধানন্দ হসপিটাল পোস্তা, কলকাতা : ৭০০০০৭। **শ্রীমতি সরিতা দেবী** স্বামী শ্রী বাবু নারায়ণ ঝা, **নিবাস :** ৩য় তল, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১১, প্রেমিসেস নং ৪৮৬, কামডহরি, পূর্বপাড়া, বাঁশদ্রোণী,দাক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৮৪, আরও ঠিকানা : ওয়ার্ড নং ৭, গ্রাম রামপুরুদাই, পো :পুতাই, দারভাঙ্গা, বিহার : ৮৪৭৪২৩। **হোম লোন এ/সি নং** ৩৭৫৬০৪৪৭৯২৩। **সুরক্ষা লোন এ/সি নং** ৩৭৫৬২৬৪৩৯৬০। **চিনার পার্ক রাজারহাট (১১৫৪২)।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উক্ত ফ্ল্যাট, ৩য় তলে, (সামনের অংশে) কমবেশি **৬৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া,** দুই বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক বারান্দা, ইত্যাদি মার্বেল মেঝে ভবনে সংশ্লিষ্ট সকল অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ জমির চাতালের উক্ত ফ্ল্যাট এবং ভবনের পরিষেবা, সুবিধা, ছাদের অধিকার চলার পথ সকল অধিকার এবং দায়বদ্ধতা সহ। উক্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মোট জমির পরিমাণ **৮ ছটাক ১৮ বর্গফুট** এবং সিএস খতিয়ান নং ৩৯৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৩৫,দাগ নং ৮২৬,জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৯ ছটাক ২৩ বর্গফুট মোট জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক ৪১ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা কামডহরি, জেএল নং ৪৯, আরএস নং ২০০, তৌজি নং ১৪, আরএস খতিয়ান নং ৫৩৫, দাগ নং ৮২৬, কামডহরি পূর্বপাড়া, অ্যাসেসি নং **৩১-১১১-১২০-৪৮৬-৩,** থানা : বাঁশদ্রোণী, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক -১, ভল্যুম নং ১৬০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ৩০৬৪২ থেকে ৩০৬৯২, দলিল নং ১৬০১০০৮৪২-২০১৮ সালের। সম্পত্তি শ্রী কৃষ্ণানন্দ ঝা, পিতা শ্রী বাবু নারায়ণ ঝা এবং শ্রীমতি সরিতা দেবী স্বামী শ্রী বাবু নারায়ণ ঝা এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** অংশ দাগ নং ৮২৬; **দক্ষিণে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পশ্চিমে :** অংশ দাগ নং ৮২৬।	**১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২৮.০৭.২০২৫** **এনপিএ তারিখ ২১.০৭.২০২৫**	**হোম লোন এ/সি নং** ৩৭৫৬০৪৪৭৯২৩ **সুরক্ষা লোন এ/সি নং** ৩৭৫৬২৬৪৩৯৬০ **১১,৮৭,৭২৫.০৭ টাকা** (এগার লাখ সাতাশি হাজার সাতশ পঁচিশ টাকা এবং সাত পয়সা) **২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫
স্থান - রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়

ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনায় আরও বিপাকে ভারতীয় পড়ুয়া ও চাকুরিজীবীরা

শুল্কনীতির পর এবার ভিসা। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের খামখেয়ালিপনার শিকার হতে চলেছে সে দেশে কর্মরত এবং পাঠরত এক বড় অংশের ভারতীয়। শুধু তাঁরাই নয়, যাঁরা উচ্চশিক্ষা ও কাজের জন্য মার্কিন মুলুকে যাওয়ার প্রত্যাশী তাঁরাও বড়সড় ধাক্কা খেয়েছেন ট্রাম্প প্রশাসনের নয়া সিদ্ধান্তে। আমেরিকায় চাকরি বা পড়ার জন্য এইচ-ওয়ান বি ভিসার নিয়মে বড়সড় পরিবর্তন আসতে চলেছে খুব শীঘ্রই। বিশেষ করে শুল্ক-নীতির পর আমেরিকার প্রশাসনিক মহলে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। ফরেন লেবার অ্যাকসেস গেটওয়ে বা ফ্ল্যাগ পুরনো সব ভিসা আবেদনপত্র বাতিল করে দিচ্ছে। একইসঙ্গে মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা বিভাগ এই প্রক্রিয়ায় নতুন ব্যবস্থা আনতে চলেছে বলেই খবর। এমনিতেই ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক চাপিয়েছেন তিনি। রাশিয়া থেকে ভারত তেল কেনা বন্ধ না করাতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তবে এখানেই থামছেন না তিনি। এবার মার্কিন ভিসা প্রত্যাশী ভারতীয়দের যাবতীয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট আগামী ২ মাসের জন্য বাতিল করল মার্কিন কনস্যুলেটগুলো। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে ড্রপবক্স ভিসার স্লট যাদের ছিল, সব বাতিল করেছে মার্কিন কনস্যুলেট। ট্রাম্প প্রশাসনের এই আজব সিদ্ধান্তে হাজার হাজার ভিসাপ্রত্যাশী, বিশেষ করে যারা ভিসার পুনর্নবীকরণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তারা বিপাকে পড়েছেন। নতুন নিয়ম অনুযায়ী এই বিভাগে আবেদনকারীদের ভিসার রিনিউয়ালের জন্য সাক্ষাৎকারের সময় সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে। মার্কিন কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে এই বাতিলের নির্দিষ্ট কারণ এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ফলে অসংখ্য আবেদনকারী ঘোরতর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লেন।বিশেষ করে যারা দ্রুত ভিসা নিয়ে আমেরিকায় ফিরতে চেয়েছিলেন, তাদের গোটা পরিকল্পনাই এখন বিশবাঁও জলে। নতুন স্লট কবে মিলবে, তাও নিশ্চিত ভাবে জানাতে পারছে না মার্কিন প্রশাসন। সব মিলিয়ে মার্কিন মুলুকের উচ্চশিক্ষা থেকে চাকুরি, ভারতীয়দের কাছে অনিশ্চয়তায় মেঘে ঢাকা পড়েছে।

শব্দবাণ-৩৫৮

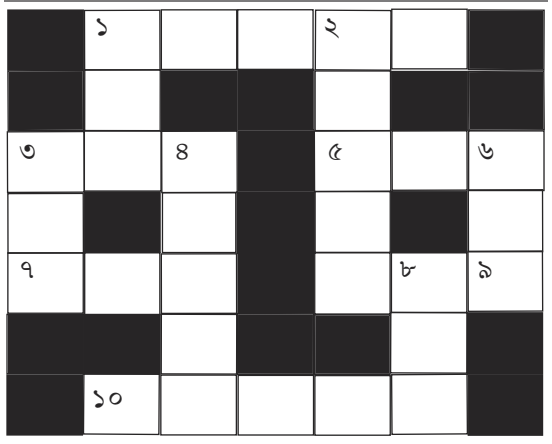

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের প্রাণায়ামবিশেষ ৩. ঘোষণা ৫. ছাতা বা ওয়াটারপ্রুফ কোট ৭. তানপুরা ৮. নগর, — থেকে দূরে ১০. অভাব।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অনুমান ২. গঠনগত সাদৃশ্যযুক্ত ভাষাসমূহের গোষ্ঠী ৩. স্বর্গোদ্যান ৪. (আল.) অতি হিংস্র ও ভয়ংকর স্বভাবের মানুষ ৬. অন্ধকার ৯. বধ, হত্যা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৫৭

পাশাপাশি: ১.অনুবেল ৩. আখেরি ৪. পারগ ৬. তরক ৯. দাবড়ি ১০. ইচ্ছাময়।

উপর-নীচ: ১. অরিষ্ট ২. লহর ৩. আওরাত ৫. গড়াগড়ি ৭. রসুই ৮. বিদায়।

জন্মদিন

আজকের দিন

শ্রীদেবী

১৮৪৮ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ রেণুকা চৌধুরীর জন্মদিন।
১৯৬৩ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীদেবীর জন্মদিন।

বিপদসীমা দিয়ে বইছে মহানন্দা নদী, প্লাবিত ইংরেজবাজারের একাধিক ওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হু হু করে জল বাড়ছে মহানন্দা নদীর। যার ফলে ইংরেজবাজার শহরের নদী তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ইংরেজবাজার পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডের প্রায় ২০০টি পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে শহরের মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলির পরিস্থিতির তদারকি করেছে জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট পুরসভা কর্তৃপক্ষ। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে মহানন্দা নদী বিপদ সীমা দিয়ে বইছে।

মঙ্গলবার ইংরেজবাজার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের হঠাৎ কলোনি-সহ বালুচরের বিভিন্ন এলাকার মহানন্দা নদীর বন্যা পরিস্থিতির পরিদর্শন করেন তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের দলীয় কাউন্সিলর ছবি দাস-সহ অন্যান্যরা। শহরের মধ্যেই মহানন্দা নদী সংলগ্ন বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হওয়ায় এখন ছোট ডিঙি নৌকাই ভরসা অসংখ্য মানুষের। উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার পুরসভার ৮, ৯, ১২, ১৩ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডগুলি মহানন্দা নদী তীরবর্তী। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের হঠাৎ কলোনি থেকে শুরু করে উত্তর ও

দক্ষিণ বালুচর, মিশন ঘাট, গাদুয়া মোড়-সহ একাধিক এলাকার মহানন্দা নদীর জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতেও বেড়েছে মহানন্দা নদীর জল। তড়িঘড়ি সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের ঘরোয়া আসবাবপত্র অন্যত্র সরিয়ে যেমন তেমন প্রকারে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হঠাৎ কলোন এলাকার বানভাসি মানুষদের বক্তব্য, 'এবারে মহানন্দা নদীর জল হঠাৎ করে ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছে। অসংখ্য ঘরবাড়ি প্লাবিত হয়েছে। ডিঙি নৌকা করে বাড়ির জিনিসপত্রগুলি কোনরকমে সরাতে পেরেছি। কিন্তু টিন ও টালির ছাদ দেওয়া ঘরগুলি জলের তরে নষ্ট হতে বসেছে। যদিও এই পরিস্থিতির মধ্যে স্থানীয় কাউন্সিলর খোঁজ খবর নিয়েছেন। বিকল্প হিসেবে আশেপাশের স্কুলগুলিতে এলাকার মানুষদের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন।' ইংরেজবাজার পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ বালুচর এলাকার নদী তীরবর্তী বাসিন্দা ভানু সিং সঞ্জয় দাস, পুতুল মণ্ডলদের বক্তব্য, 'দুর্গাপুজোর বাকি প্রায় দেড় মাস। তার মধ্যেই মহানন্দা নদীর জল ঢুকে প্লাবিত হয়েছে। মনে হয় না এবারে দুর্গা পুজোর মধ্যেই নদীর জল কমবে। আর আমরা নিজেদের বাড়িতে ঢুকতে পারবো।' শহরের মধ্যেই মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকার এমন সমস্যায় এখন দিশেহারা অসংখ্য মানুষেরা। এদিকে এই পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমতো পুরসভা এবং প্রশাসনের একাংশকে দায়ী করেছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি বলেন, 'মহানন্দা নদীর যে সব জায়গা প্লাবিত হয়েছে সেগুলি বসবাসযোগ্য নয়। কিন্তু ভোট ব্যাঙ্ক বাড়ানোর জন্যই শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্ব কৌশলে ওইসব জায়গায় অনেককে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।' অন্যদিকে, তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরি বলেন, 'বিজেপির অভিযোগ সঠিক নয়। তবে নদী তীরবর্তী এলাকার বেশ কিছু জায়গায় মহানন্দার জল ঢুকেছে। সেইসব পরিবারগুলিকে আশেপাশে সরকারি স্কুল এবং ফ্লাড সেন্টারগুলিতে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে।' জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, 'বিভিন্ন এলাকার পরিস্থিতির উপর নজর রয়েছে। মহানন্দা নদীর পাশাপাশি গঙ্গা নদীর সংলগ্ন মানিকচক, রতুয়াঘাট ১ এবং কালিয়াচক ৩ ব্লকের প্রায় ৬৫০টি পরিবারকে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তাঁদেরকে সমস্ত রকম ভাবে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

জলবন্দি খানাকুলের ২ নম্বর ব্লক
দুই মাস ধরে চলছে ত্রাণশিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার খানাকুল বিধানসভার একাংশ যেন জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। প্রায় ৬০ দিন ধরে জলবন্দী অবস্থায় রয়েছেন খানাকুল ২ নম্বর ব্লকের চার পাঁচটি অঞ্চলের কয়েকশো মানুষ। দুই মাস ধরে ত্রাণ শিবিরে আসা ১,২৪২ জন মানুষকে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে চলেছে প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, খানাকুল ২ নম্বর ব্লকের পাঁচ জায়গায় ত্রাণ শিবির চলছে। তাঁদের রান্না করে খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। জানা গেছে, খানাকুলের ধান্যনগরী, ঘোরাদহ, মাড়োখানা, বলাইচক, চিংড়া, নতিবপুর, গনেশপুর, জগৎপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। সুন্দরবনের মতো জলাভূমির মধ্যে বসবাস করছে বন্যা কবলিত মানুষ। কিছুতেই জল নামছে না। অভিরাম বৃষ্টির ফলে জল জমে রয়েছে চারিদিকে। বাড়ির বাইরে বের হতে হলেই নৌকো ছাড়া কোনও উপায় নেই। এখনও রাস্তার উপর কোমড় সমান জল। সড়ক পথের বদলে জলপথেই যাতায়াত করতে হচ্ছে। এই বিষয়ে মাড়োখানা এলাকার এক মহিলা আলপনা সামন্ত বলেন, 'প্রত্যেক বছরই বর্ষাকালের জন্য খাদ্য মজুত করে রাখা হয়। এই বছর টানা ৬০ দিন জলবন্দী হয়ে আছি। একেবারে আর্থিক সংকটে দিন কাটছে। প্রত্যেকদিন টোটো চালিয়ে সংসার চলত। কিন্তু সেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যার মধ্যে দিন কাটছে।' খানাকুল ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় এই ত্রাণ শিবিরগুলিতে দুপুরের খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও জলবন্দী মানুষদের সাহায্য করছে। খানাকুলের জলবন্দী এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। বহু স্কুলে জল জমে থাকায় স্কুল বন্ধ রাখতে হয়েছে। তাছাড়া এলাকার ছাত্রছাত্রীরাও জলবন্দী হয়ে ঘরবন্দী হয়ে রয়েছে। এই

বিষয়ে উদ্বেগে ভুগছেন শিক্ষক থেকে অভিভাবকেরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্যা কবলিত মানুষদের পাশাপাশি পশুদের রাখার জন্যও শিবির খোলা হয়েছে। পাঁচ থেকে ছয়টি শিবিরে পুশুদের রেখে খাদ্য দেওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসার ব্যবস্থা করে প্রশাসন। এই বিষয়ে খানাকুল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা মণ্ডল বলেন, 'প্রায় দুই মাসের বেশি সময় ধরে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের ৯০ শতাংশ বন্যা জলে জলমগ্ন হয়ে আছে। আমরা সাধারণ মানুষের জন্য রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা করেছি। প্রায় পাঁচ ছয়টি ত্রাণ শিবির খোলা রয়েছে। কিন্তু সরকারের সাহায্য না পেলে কতদিন এই ভাবে চলবে জানি না। মানুষ প্রচুর সমস্যায় আছে।'

২৬'-এ ভোটের পর বদলা হবে, বদলও হবে', পাণ্ডবেশ্বরের সভায় হুঙ্কার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: আরজি কর, কসবা-সহ পশ্চিমবঙ্গে নারীদের সুরক্ষার দাবিতে 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা'র আয়োজন করা হয়েছিল দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের গোগলা এলাকায়। গোগলার পানসিউলি মোড় থেকে পদযাত্রা করে মাদারবুনি কোলিয়ারি এলাকার একটা ময়দানে গিয়ে সভা করে বিজেপি। এদিনের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শতাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে তিনি মিছিলে পা মেলান। প্রায় আড়াই কিলোমিটার পদযাত্রা করে সভায় অংশ নেন তিনি।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা জানান, 'গুন্ডামি, অবৈধ খনি ও মাফিয়ার রাজত্ব আর চলবে না।' শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ

চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, 'ওই বিধায়ক পুলিশ, কয়লা, বালি মাফিয়াদের সঙ্গে আঁতাত করে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি কার্যকলাপ চালাচ্ছেন। এই ঘটনা শুধু পাণ্ডবেশ্বরেই নয়, গোটা রাজ্যেই ঘটছে।'

এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর-ফরিদপুরের পান শিউলি এলাকায় বিজেপির জনসভা ও 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা'য় পা মিলিয়ে তৃণমূলকে পরপর তোপ দাগলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর সাফ বার্তা, 'এখানে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, গুন্ডামি চলছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের পর তৃণমূলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাবে বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের। ২০২৬-এ রাজ্যে বদল হবে, বদলাও হবে।'

বাংলায় এসআইআর হবে, কেউ আটকাতে পারবে না: মিঠুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'এসআইআর হবে, কেউ আটকাতে পারবে না। বিধানসভার ভোটের আগে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য প্রশাসনের অধীনস্থ থাকা আধিকারিকদের সরানো হবে। না হলে রাজ্য তৃণমূল সরকার নিজের মতো করে ভোট করবে, তাই এটা না হলে বিজেপি আসতে পারবে না।' এমনটাই জানালেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মঙ্গলবার বর্ধমান দক্ষিণ ও বর্ধমান উত্তর বিধানসভার বিজেপি কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন মিঠুন চক্রবর্তী। এদিন বিকেল পাঁচটায় বর্ধমান রবীন্দ্র ভবনে উপস্থিত হন তিনি। সঙ্গে ছিলেন বর্ধমান জেলার বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ তা-সহ মণ্ডলের সভাপতি ও সদস্যরা। মিঠুন স্পষ্ট জানান, ভোটে ফল খারাপ হওয়ার জন্য দলের মধ্যে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তা মেটানোর জন্যই তিনি জেলায় জেলায় বেড়িয়েছেন কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে দলকে মজবুত করতে। তিনি আরও বলেন, 'নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীরা যদি ঠিকঠাক কাজ করেন, তবে ভোট ভালো হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীরাই কোথাও কোথাও

ভোটের সময় বেসামাল হয়ে যায়। বাহিনী ঠিক থাকলে সব বুথে তাদের এজেন্ট বসতে পারবে।' তিনি এদিন ফের দাবি করেন, 'সবাই যদি ঠিকঠাক কাজ করে এবং এসআইআর সম্পূর্ণ হয়, তাহলে আগামী ২৬-এর নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসবেই।'

সামশেরগঞ্জে ফের ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: গভীর রাত থেকে সামশেরগঞ্জে ফের ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন শুরু হয়েছে। বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ভাঙন শুরু হয়। রাত থেকে সকাল পর্যন্ত তলিয়ে গেল আট থেকে দশটি বাড়ি। আতঙ্ক আর হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে সামশেরগঞ্জ ব্লকের উত্তর চাচন্ড এবং মধ্য চাচন্ড গ্রামজুড়ে। মঙ্গলবার ভোর রাত থেকে শুরু হয়েছে ভয়াবহ এই ভাঙন। গঙ্গার পাড়ে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে একটি মন্দির। কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হঠাৎ করে ভাঙনের ফলে ঘরের আসবাবপত্র সবকিছু গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ভেসে গিয়েছে বেশ কয়েকটি গবাদি পশুও। তলিয়ে গিয়েছে বহু গাছপালা। ফাটল ধরেছে গঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় থাকা প্রাচীন কালীমন্দিরে। যেকোনও মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে মন্দির। মঙ্গলবার সকাল থেকেই আতঙ্ক আর হুড়োহুড়িতে যে যেদিকে পারছেন পালাচ্ছেন। আবার বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে অন্যত্র কোথায় যাবেন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না দুর্গত গৃহহারারা। সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ বলেন, 'কয়েকটি বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে। একটি মন্দির বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হচ্ছে।' উল্লেখ করা যেতে পারে, গত কয়েকদিন থেকেই সামশেরগঞ্জের বেশ কয়েকটি গ্রামে বন্যা আতঙ্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাঁধে ফাটল ধরে জল ঢুকছে চাচন্দে পাশের একটি গ্রামে। এরই মাঝে ভাঙন ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, গৃহহারাদের সাহায্যের জন্য ত্রান সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। দুর্গত স্থানীয়দের একটি স্কুলে ও অস্থায়ী শিবিরে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চাচন্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজাউর রহমান বলেন, 'যাদের বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে তারা শুধু প্রাণ নিয়ে ঘর থেকে বের হতে পেরেছেন। সংসারের যাবতীয় সামগ্রী বাড়ির সঙ্গেই তলিয়ে গিয়েছে। পরিবারগুলি পথে বসেছে।'

কলেজে একাধিক বিষয় তুলে নেওয়ায় তৃণমূলের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের দীর্ঘ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ 'টিডিবি' কলেজ নামেই পরিচিত। সেই কলেজে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটে

আটটি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটি বিষয় বন্ধ রাখার অভিযোগ উঠল। কলেজ গেটের সামনে বসে প্রতিবাদ জানাল তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের নেতা কর্মীরা। সঙ্গে দেন বেশ কিছু জন কলেজ ছাত্রছাত্রীও।

তাঁদের দাবি, 'অবিলম্বে যে পাঁচটি বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ানোর ব্যবস্থা কলেজে ছিল, তা চালু রাখতে হবে।' সমস্ত বুদ্ধিজীবী সদস্যদের এই প্রতিবাদের শামিল হওয়ার ডাক দেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, কলেজে যে পাঁচটি বিভাগ থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ার সুযোগ পেতেন পড়ুয়ারা, সেই বিষয়গুলি হল ইংরেজিতে এমএ, জিওগ্রাফিতে এমএসসি, কেমিস্ট্রিতে এমএসসি, জুওলজিতে এমএসসি এবং এম.কম। এই পাঁচটি বিভাগ পড়ানোর ব্যবস্থা বন্ধ করা হচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ যদিও দাবি করেছেন, 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পড়ুয়াদের সংখ্যা কম থাকার বিষয় লক্ষ্য করে এবং কলেজের প্রফেসরের সংখ্যা কম থাকার কারণে গভর্নিং বডির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর তারপরেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশিকার বিষয়কে নজরে রেখে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।' তবে আগামীতে কলেজ কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেটাই এখন দেখার।

বর্ধমান জেলার কালনায় শ্রাবণ মাসে বহু প্রাচীন মহিষমর্দিনী পুজো মা দুর্গারই আরেক রূপ।

মঙ্গলবার সিঙ্গুর বিধানসভার বেড়াবেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

নারী ও শিশু পাচার রোধ বিষয়ক সেমিনার হিলি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নারী ও শিশু পাচারের মতো ভয়াবহ সামাজিক অপরাধ রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিলি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়-এ অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ সচেতনতামূলক সেমিনার। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি ও হিলি উচ্চ-বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং হিলি বিওপি'র বিএসএফ-এর সহযোগিতায় একদিনের এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন মন্দিরা রায়, হিলি বিওপি'র ইন্সপেক্টর ইনচার্জ ভাবনা শর্মা, জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য সুরজ দাশ এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুলতা ভৌমিক। জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার

কমিটির চেয়ারপার্সন মন্দিরা রায় বলেন, 'নারী ও শিশু পাচার রোধে সীমান্তবর্তী এই এলাকার জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি।'

বিএসএফ ইনচার্জ ভাবনা শর্মা মানব পাচারের ভয়াবহতা তুলে ধরে বলেন, 'মানব পাচার একটি গুরুতর সামাজিক অপরাধ, যা কেবল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নয়, বরং সমাজের প্রতিটি মানুষকে একযোগে প্রতিরোধ করতে হবে।' সুরজ দাশ নারীপাচারের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক প্রভাবের নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি বিশেষভাবে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দেন এবং সন্দেহজনক পরিস্থিতি চিহ্নিত করে দ্রুত প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানান। আলোচনা পর্ব শেষে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অতিথিবৃন্দ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক শপথ বাক্য পাঠ করেন। শপথ গ্রহণের মুহূর্তে গোটা প্রাঙ্গণে এক ঐক্যবদ্ধ অঙ্গীকারের আবহ তৈরি হয়। অন্যদিকে, এদিনের এই কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বীজ রোপিত হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুলতা ভৌমিক অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেন।

ভোটার তালিকায় নাম বাদ চুঁচুড়ার ডেপুটি মেয়র দম্পতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: তৃণমূলের অভিযোগ, মানুষকে ভয় দেখাতে বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে এসআইআর-এর জুজু দেখাচ্ছে। আর বিজেপির দাবি, ভুয়ো ভোটার ধরা পড়ার ভয় পাচ্ছে তৃণমূল। গোটা দেশের রাজ্য-রাজনীতিতে এখন ইস্যু একটাই এসআইআর। এই নিয়ে উত্তাল হচ্ছে সংসদ। এই আবহের মধ্যেই এবার জানা গেল পুরসভার ডেপুটি মেয়রের নাম নেই ভোটার তালিকায়, নাম নেই তাঁর স্ত্রীরও। যার জেরে তুমুল চাঞ্চল্য চুঁচুড়া পুরসভায়। বিহারের ইতিমধ্যেই এসআইআর হয়েছে। তারপর থেকেই বাংলায়ও স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশান (এসআইআর) নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ২০০২ সালের ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে কমিশনের তরফে। সেই তালিকাতেই দেখা যাচ্ছে চন্দননগর কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র অমিত আগরওয়াল (মুন্না) ও তাঁর স্ত্রী ববিতা আগরওয়ালের নাম নেই। ১৮২ চন্দননগর বিধানসভার ২ নং অংশে খলিসানি বৌবাজারে তাঁদের বুথ। তালিকায় মুন্নার মা ও ভাই-এর নাম থাকলেও নেই অমিতের। এই প্রসঙ্গে ডেপুটি মেয়র বলেন, '২০০২ সালের আগে পরে যত নির্বাচন হয়েছে সব নির্বাচনেই ভোট দিয়েছি। আমি নিজে তিনবার কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছি। তার আগে খলিসানি এলাকা পঞ্চায়েত ভোটেও আমি ইলেকশনের এজেন্ট ছিলাম। এখন যে ভোটার তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেই তালিকায় দেখছি আমার নাম নেই। আমার জন্মের শংসাপত্র থেকে শুরু করে যে তথ্য আছে, সেগুলো চাইলে আমি দেখাতে পারব। কিন্তু সাধারণ মানুষ, যাঁরা আর্থসামাজিকভাবে পিছিয়ে রয়েছেন তাঁদের ক্ষেত্রে হলে কী করবেন? ভুয়ো ভোটারের কথা বলছে বিজেপি। সেগুলো ধরার দায়িত্ব তো নির্বাচন কমিশনের। যেমন নোট বন্দি করে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়েছিলেন একইভাবে মানুষকে হয়রান করার চেষ্টা করছেন এসআইআর-এর নামে।' এখানেই শেষ নয়, ডেপুটি মেয়র আরও বলেন, 'আমি একজন রাজনৈতিক দলের কর্মী। কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র। এলাকায় যথেষ্ট পরিচিতি আছে। আমারই যদি নাম না থাকে তাহলে সাধারণ মানুষের কি হবে?' চন্দননগর বিধানসভার বিজেপি কনভেনার গোপাল চৌবে বলেন, 'এ রাজ্যে শাসক দল তৃণমূল ভয় পেয়েছে। কারণ যে ভুতুড়ে ভোটার রয়েছে, এসআইআর হলে তাঁদের নাম বাদ যাবে। মুন্না আগরওয়ালের নাম যদি না থাকে তার দায় বিজেপির নয়। ২০০২ সালে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল।'

বাঁকুড়ায় তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেপ্তার ২, নাসিমের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার চকাই গ্রামে তৃণমূল নেতা সেকেন্দার খান খুনের ঘটনায় পারস্পরিক চাপানউতোর অব্যাহত। ইতিমধ্যেই মৃতের পরিবারের তরফে নাসিম শেখ ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে সোনামুখী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ দায়ের হতেই নাসিম শেখের দুই ছেলে হাসিম শেখ ইব্রাহিম শেখকে গ্রেপ্তার করেছে সোনামুখী থানার পুলিশ।

তৃণমূল নেতা সেকেন্দার খান খুনের ঘটনার পর থেকেই নাম জড়ায় স্থানীয় তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি নাসিম শেখের। যদিও বর্তমানে নাসিম শেখ নিজেকে বিজেপি কর্মী বলে দাবি করেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, 'শাসক দলে নিজের আধিপত্য কায়েম করতেই নাসিম শেখ, সেকেন্দার খানকে খুন করেছে।' আবার অভিযুক্ত নাসিম শেখ সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলে দাবি করে তাঁর পরিবারের পালটা দাবি, 'সেকেন্দার খুনের ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ নেই।' এবার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নাসিম শেখের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের দাবি, 'নাসিম শেখের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। নাসিম শেখ সিপিএম ও বিজেপির যৌথ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছে।' আবার অন্য দিকে, বিজেপি ও সিপিএম দু'পক্ষই এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে দাবি করেছে, 'এই ঘটনা আসলে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। এলাকায় শাসক দলের রাশ কার হাতে থাকবে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে।'

প্রসঙ্গত, বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার চকাই গ্রামের অদূরে গতকাল রাতে খুন হন তৃণমূলের স্থানীয় বুথ আহ্বায়ক সেকেন্দার খান। পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি করে খুন করা হয় ওই তৃণমূল নেতাকে। এরপর থেকেই শুরু হয় রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়, 'এই খুনের পিছনে রয়েছে বিজেপি ও সিপিএম-এর হাত।' আবার মৃতের পরিবারের তরফে দাবি করা হয়, 'তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি নাসিম শেখ বর্তমানে বিজেপির কর্মী। এখন সে নিজের পদ ফিরে পাওয়ার জন্য পথের কাঁটা সেকেন্দারকে খুন করে সরিয়ে দিয়েছে।' কিন্তু কে এই নাসিম শেখ? জানা গিয়েছে, চকাই গ্রামে তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতি নাসিম শেখ। সেকেন্দার খান তৃণমূলের বুথ আহ্বায়কের দায়িত্ব পাওয়ার পর দলের রাশ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে বিবাদ শুরু হয় নাসিম শেখের সঙ্গে সেকেন্দার খানের। চলতি বছর মার্চ মাসে দুই গোষ্ঠীর বিবাদ এমন জায়গায় পৌঁছায় যে তা সংঘর্ষের চেহারা নেয়। ঘটনায় গুলিও চলে বলে অভিযোগ। নাসিম শেখকে গুলি করার অভিযোগে সে সময় গ্রেপ্তার হয় সেকেন্দার। কারাবাসের পর সম্প্রতি মুক্ত হয় সেকেন্দার। তারপরেও এলাকার পঞ্চায়েতের কাজ নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছিল। এরই মাঝে গুলিবিদ্ধ হয়ে সেকেন্দার খানের মৃত্যু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পরিবার অভিযোগের আঙুল তুলেছেন নাসিম শেখের ওপর। মৃতের পরিবারের দাবি, 'নাসিম শেখ সম্প্রতি বিজেপি হয়েছিল। তৃণমূলে নিজের পদ ফিরে পেতেই সে সেকেন্দারকে খুন করেছে। ঘটনার পর থেকেই বাড়িছাড়া নাসিম শেখ।' নাসিম শেখের পরিবারের বক্তব্য, 'নাসিম কোনও দিনই বিজেপি করেনি। সে সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। সেকেন্দার বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা চুরির চেষ্টা করলে নাসিম তাতে বাধা দেয়। আর তাতেই দু'পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাঁধে।' দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা স্বীকার করে নিলেও সেকেন্দার খুনে নাসিমের জড়িত থাকার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে নাসিমের পরিবার।

নকল আধার কার্ড তৈরি, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভিন রাজ্যের আইডি জালিয়াতি করে নকল আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে দুই জনকে গ্রেপ্তার করল চাঁচল মহকুমা পুলিশ। গত পাঁচ দিন আগে চাঁচল থানার সুতি এলাকা থেকে মোস্তফা আব্দুল ওয়াহেদ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার উত্তম রামপুর এলাকা থেকে মহম্মদ আজম নামে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা দীর্ঘদিন ধরেই একটি সিএসপি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র থেকেই জাল আধার কার্ড তৈরি করে মোটা টাকায় বিক্রি করছিল বলে অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মোস্তফা আব্দুল ওয়াহেদের বাড়ি চাঁচল থানার সুতি এলাকায়। অপরজন মহম্মদ আজমের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার উত্তর রামপুরে। এরা মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, তামিলনাড়ুর আইডি ব্যবহার করে নকল আধার কার্ড তৈরি করছিল বলে অভিযোগ। গত পাঁচদিন আগে গোপন সূত্রে খবর পেয়েই প্রথমে চাঁচলে সুতি এলাকার মোস্তফাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার সিএসপি সেন্টার থেকে উদ্ধার হয় ল্যাপটপ, আইবল স্ক্যানার, কিবোর্ড, প্রিন্টার ও একাধিক আধারের রিসিভ কপি। এরপর মোস্তফাকে ওই সময় আদালতের নির্দেশে পাঁচদিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের হরিশ্চন্দ্রপুরের মহম্মদ আজমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে তার আগেই তাঁর বাড়ির সদস্যরা ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম নিয়ে বেপাত্তা রয়েছে। মঙ্গলবার চাঁচল মহকুমা আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে ধৃত মোস্তফা আব্দুল ওয়াহেদের বাবা জামিল আক্তার দাবি করে বলেন, 'আমার ছেলে নির্দোষ। ছেলেকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। আজমের লোকজন তাঁর ছেলের সিএসপি সেন্টারের সপ্তাহে দুই থেকে তিনদিন আসত আধার তৈরি ও সংশোধন-সহ একাধিক কাজ করতে। প্রতিটি আধার কার্ড তৈরি ক্ষেত্রে গ্রাহকদের কাছ থেকে ৫০০, আবার কারও কাছ থেকে ১০০০ টাকা করে নিত ওরা। আমার ছেলের সহজ সরল এ ব্যাপারে কিছুই জানতো না। ওকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে।' পুলিশ জানিয়েছে, নকল আধার কার্ড তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা বড়সড় চক্র কাজ করছে চাঁচল মহকুমা জুড়ে। কতদিন ধরে এরা এই কাজ করছিল এবং এখনও পর্যন্ত কতজনকে নকল আধার কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে তা পরিষ্কার হয় নি। তাই এদিন ধৃত মহম্মদ আজমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মহকুমা আদালতের মাধ্যমে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিগত দিনে গ্রেপ্তার হওয়া মোস্তফাকে জেল হেফাজতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ধৃত বাংলাদেশি যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: সোমবার রাতে গোবরডাঙা থানার মছলন্দপুর ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মছলন্দপুর তিন আমতলা এলাকায় একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে রিঙ্কু মণ্ডল নামে এক সাতাশ বছর বয়সি যুবককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যুবক প্রায় দেড় বছর ধরে ওই এলাকায় ভাড়া থাকত। যুবকের ঘরে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু বাংলাদেশি কাগজপত্র উদ্ধার হয়েছে।

বড়গ্রাম বিলসরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম:+পোঃ- বিলসরা: খানা- পান্ডুয়া, জিলা:- হুগলী
নিবন্ধন সংখ্যা 2 HG তারিখ 15.02.1961

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

১. পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য উপবিধি তে উল্লিখিত ধারা কিংবা পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী(সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির ৪৫ টা প্রতিনিধি পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

২. নির্বাচন সুচি

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১.	মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	১৮-০৮-২০২৫ ১৯-০৮-২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
২.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২১-০৮-২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২১-০৮-২০২৫	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
৪.	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা সমিতির কার্যালয় দেবার পর থেকে ইং ২২/০৮/২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল তিনটা পর্যন্ত।	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২২/০৮/২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল তিনটা পর্যন্ত।	এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
৫.	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২২-০৮-২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩(তিন)টার পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
৬.	(নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	১৪-০৯-২০২৫	বিলসরা রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৭.	ভোট গণনা	১৪-০৯-২০২৫	বিলসরা রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৮.	ভোটের ফল প্রকাশ	১৪-০৯-২০২৫	বিলসরা রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

৩. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক) কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে(উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৪. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৫. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৬. কোন সদস্য/ ভোটার প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ: ১৩.০৮.২০২৫
স্থান- বিলসরা

প্রবীর পাণ্ডে
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার

নির্বাচন ক্ষেত্র, ভোটার সংখ্যা ও কতজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন

ক্রম	নির্বাচনী ক্ষেত্র	মোট ভোটার	প্রতিনিধি/আসন সংখ্যা	ভোট গ্রহণ কেন্দ্র
১	বিলসরা-১	৩০০	১২	বিলসরা রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়
২	বিলসরা-২	৩২৫	১৩ তন্মধ্যে ২ জন মহিলা	বিলসরা রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়
৩	কুলপুকুর	২১৬	৯	বিলসরা রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়
৪	শিয়ালাগড়ী ও বড়গ্রাম	২৬৬	১১ তন্মধ্যে ১ জন SC/ST	বিলসরা রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়
	মোট	১১০৭	৪৫	

স্বা/- সন্দীপ নিয়োগী
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
বড়গ্রাম বিলসরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

স্বা/- প্রবীর পাণ্ডে
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
বড়গ্রাম বিলসরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড সমিতি লিমিটেড

পেবকো মোটরস লিমিটেড

CIN: L67120WB1971PLC029802
রেজি. অফিস : ৮এ, মোনালিসা, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৭
ই-মেল : ro@pebcomotors.com, **ওয়েবসাইট :** www.pebcomotors.com

পাবলিক নোটিস - ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক (এমসিএ) জারি করা এবং সার্কুলার নং সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৩ অক্টোবর ২০২৪, সেবি কর্তৃক জারি করা (পরবর্তীতে যৌথভাবে সার্কুলার হিসেবে উল্লিখিত) অনুযায়ী কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সদস্যগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত সাধারণ স্থানে। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন) সংস্থান অধীনে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫ (সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস) এবং এমসিএ সার্কুলার অধীনে পেবকো মোটরস লিমিটেডের ৫৩ তম (তিপ্পান্ন তম) বার্ষিক সাধারণ সভা শুক্রবার ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বেলা ১১.৩০ টায় আইএসটি ভিডিও কন ফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
উপরোক্ত সার্কুলারগুলিকে মান্যতা দিয়ে এজিএম আহ্বানকারী নোটিস এর সঙ্গে ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারকেই পাঠানো হবে, যাঁদের ই-মেল আইডি কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে রেজিস্টার্ড আছে। কোম্পানি পূর্বেকার মতো সকল সদস্যদেরকে ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং -এর সুবিধা দিচ্ছে।
যদি আপনার ই-মেল ঠিকানা ইতিমধ্যে কোম্পানি/রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা ডিপজিটরিজ -এর কাছে নথিভুক্ত থাকে তাহলে এজিএম -এর বিজ্ঞপ্তি সহ ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের রিপোর্ট, লগইন তথ্য ই-ভোটিংয়ের জন্য আপনার রেজিস্টার্ড ই-মেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যদি আপনার মেল আইডি কোম্পানি/রেজিস্টার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা ডিপজিটরিজ -এর কাছে নথিভুক্ত না থাকে তাহলে নিম্নোক্ত মতো ই-মেল আইডি রেজিস্ট্রার করুন ২০২৪-২০২৫ সালের আর্থিক বছরের রিপোর্ট ও ই-ভোটিং -র জন্য লগইন তথ্য পাওয়ার জন্য।

নথিতথ্যের আকারে অধিকারী	ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনের) প্যান (স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি প্যান কার্ডের), আধার (স্বপ্রত্যয়িত প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি আধার কার্ডের) সহ ইমেল ঠিকানা নথিভুক্তির জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং হস্তান্তর প্রতিনিধি মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রা লি nichetechpl@nichetechpl.com অনুরোধ পাঠান। **অনুগ্রহ করে শুক্রবার ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখের মধ্যে হালনাগাদ করুন।**
ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট ধারী	অনুগ্রহ করে ডিপি এর পরামর্শ মতো প্রক্রিয়া অনুযায়ী আপনার ইমেল ঠিকানা নথিভুক্ত করুন এবং অনুগ্রহ করে ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি) এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। **অনুগ্রহ করে শুক্রবার ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হালনাগাদ করুন।**

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pebcomotors.com-এও পাওয়া যাবে। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
পেবকো মোটরস লিমিটেডের পক্ষে
শিল্পা আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি

হিন্ডওয়্যার

hindware
home innovation limited

Scan the QR code to access the financial results

UNAUDITED CONSOLIDATED AND STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

Based on the recommendations of the audit committee, the board of directors of Hindware Home Innovation Limited at it's meeting held on Tuesday, 12 August 2025, had inter-alia considered and approved the Unaudited financial results (consolidated and standalone) of the Company for the quarter ended 30 June 2025 ("Financial Results").

In compliance with Regulations 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), the aforesaid Financial Results are now being made available through Quick Response Code ("QR Code") and the same are also published on the website of the Company at www.hindwarehomes.com and the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Place: Gurugram
Date: 12 August 2025

Sandip Somany
Chairman and Non-Executive Director
DIN: 00053597

Hindware Home Innovation Limited
Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001 | Tel: 033-22487407/5668
Website: www.hindwarehomes.com | www.hindware.com | Email: investors@hindwarehomes.com | CIN : L74999WB2017PLC222970

শালিমার ওয়্যারস্ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

Shalimar

CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৩
টেলি: ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, **ফ্যাক্স:** ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০,
ই-মেল আইডি : kejriwal@shalimarwires.com, **ওয়েবসাইট:** www.shalimarwires.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

টাকার অঙ্ক লাখে

ক্র নং	বিবরণ	৩ মাস সমাপ্ত (৩০/০৬/২০২৫) অনিরীক্ষিত	৩ মাস সমাপ্ত (৩০/০৬/২০২৪) অনিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত (৩১/০৩/২০২৫) নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,২৮৩.৯৭	৩,৩৯৩.৭৪	১৩,১৯৩.৮৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	১০১.৩৫	৮১.২৩	১৯৮.২৫
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১০১.৩৫	৮১.২৩	২৩৪.১২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১০১.৩৫	৮১.২৩	২৩৪.১২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	১০১.৩৫	৮১.২৩	২৬৫.৮৮
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০	৮৫৫.১০
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উর্দ্ধতপত্রে প্রদর্শিত মতো	-	-	২,৮৬৯.৩৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (২/- টাকা প্রতিটি)			
	মৌলিক :	০.২৪	০.১৯	০.৫৫
	মিশ্রিত :	০.২৪	০.১৯	০.৫৫

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের ফর্ম্যাট ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রথম ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। কোম্পানির ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটটি কোম্পানি এবং স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-র ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২ অগস্ট, ২০২৫

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
সুনীল খৈতান
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN No. 00385961

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

BCL

রেজি. অফিস: ৭/১, আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট)
৬ষ্ঠ তল, ফ্ল্যাট নং : ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ইমেল : cs@burnpurcement.com
CIN : L27104WB1986PLC040831

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি - ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে **বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড** ('কোম্পানি') সদস্যদের **৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা** ('এজিএম') **৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শুক্রবার দুপুর ১২.৩০ টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং/আদার অডিও ভিজুয়াল মিনস (**"ভিসি/ওএভিএম"**) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর প্রযোজ্য বিধানগুলির সাথে সম্মতিতে, এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫, (সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস) এই বিষয়ে সময়ে সময়ে কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রক ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সার্কুলারস') দ্বারা জারি করা সার্কুলারগুলির সাথে সময়ে সময়ে পঠিত অনুযায়ী।
উপরের সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, কোম্পানির ৩৯ তম এজিএম-এর নোটিশের অনুলিপি এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি কোম্পানি বা ডিপোজিটরির সাথে যেকোন একটিতে নিবন্ধিত। উল্লিখিত নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.burnpurcement.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেমন বিএসই লিমিটেড **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইটে **www.nseindia.com**, এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইটে **www.evoting.nsdl.com** পাওয়া যাবে।
আইনের ধারা ১০৮ অনুসারে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পঠিত, সময়ে সময়ে সংশোধিত, সাধারণ সভায় সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (এসএস২) ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিদের দ্বারা জারি করা সেবি লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪৪, কোম্পানিটি তার সদস্যদের এজিএম-এর আগে/সময়ে এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে এবং এর জন্য কোম্পানি ভোটদানের সুবিধার্থে এনএসডিএল-কে নিয়োগ করেছে। যেসব সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তাদের এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে।
একজন ব্যক্তি যার নাম **কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২৯ আগস্ট, ২০২৫ শুক্রবার** সদস্যদের/সুবিধাপ্রাপ্ত মালিকদের রেজিস্টারে প্রদর্শিত হবে তিনি এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন। অধিকন্তু, যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং এজিএম-এর নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন **evoting@nsdl.co.in**-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে। যাইহোক, যদি আপনি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন, তাহলে আপনি আপনার ভোট দেওয়ার জন্য আপনার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
দূরবর্তী ই-ভোটিং এর সময়কাল মঙ্গলবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯.০০টা (আইএসটি) শুরু হবে এবং ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
আইনের ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার রেজিস্টার শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।
এজিএমের আগে এবং চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে।
সিএস পঙ্কজ কুমার মোদী, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সিওপি : ১২৪৭২) একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে এজিএম এর আগে/সময়ে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।
আপনার যদি ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, আপনি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এফএকিউএস এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি **www.evoting.nsdl.com**-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ বা কল করতে পারেন ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ বা **evoting@nsdl.com**-এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শ্রী প্রীতম দত্ত-কে একটি অনুরোধ পাঠিয়ে জানতে পারেন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২.০৮.২০২৫

বোর্ডের আদেশানুসারে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
পুনম কুমারি শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

CIN No : L15122WB2007PLC162762
রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা,
জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬, পঃবঃ, ভারত
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/১৩৪৬, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬,
ইমেল আইডি: investorrelations@ahleast.com; ওয়েবসাইট: www.ahleast.com

১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং তথ্য, রেকর্ড তারিখ এবং বই বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড (কোম্পানি) এর ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার সকাল ১১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে কোম্পানির ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পাদনের জন্য।
এমসিএ কর্তৃক ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে জারি করা সাধারণ সার্কুলার এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে প্রকাশিত সেবি সার্কুলার অনুসারে, এই বিষয়ে অন্যান্য সার্কুলার সহ, ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ১৮তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা আরটিএ এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি, যেখানে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়, সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছেও একই সাথে পাঠানো হয়েছে যারা কোম্পানি / কোনও ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি। ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক বছরের ১৮তম বার্ষিক প্রতিবেদন নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটগুলিতে পাওয়া যাবে www.ahleast.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com এবং www.evoting.nsdl.com।

এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর জন্য নির্দেশনা

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এবং সেবি তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সচিবালয় মান (সংশোধিত) অনুসারে, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) -এ লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে এনএসডিএল-এর মাধ্যমে নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তের উপর সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং (এজিএমের আগে ভোট দেওয়ার সুবিধা) এবং ই-ভোটিং প্রদান করবে।
সকল সদস্যকে আরও জানানো হচ্ছে যে

1. রিমোট ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫ টায় শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এরপর ই-ভোটিং এর জন্য নিষ্ক্রিয় থাকবে এবং উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে এটি ব্যবহার করা যাবে না এবং সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, তারা পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।
2. ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল শুক্রবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৫।
3. বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের পরে এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণকারী যে কোনও ব্যক্তি evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই এনএসডিএল -তে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
4. বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরাও বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে আরটিএ/ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে, তিনি বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং-এর সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
5. ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী এবং যারা তাদের ইমেল আইডি বা কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করেননি, তাদের ডিপিদের পরামর্শ অনুসারে তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী এবং যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১ (প্যান, কেওয়াইসি বিবরণ নিবন্ধন বা পরিবর্তন/আপডেট করার জন্য ফর্ম) কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড, সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট নং ৩১ এবং ৩২ ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রামগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লী মণ্ডল, হায়দ্রাবাদ - ৫০০ ০৩২, তেলেঙ্গানা, ভারত-এর কাছে যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর-১ পাঠিয়ে অথবা einward.ris@kfintech.com ইমেল ঠিকানায়।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা https://evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা আরও স্পষ্টীকরণের জন্য cscorporate@sarafhotels.com বা evoting@nsdl.co.in এ ইমেল পাঠাতে পারেন।

রেকর্ড ডেট, বই বন্ধ এবং লভ্যাংশ প্রদান

সদস্যরা মনে রাখবেন যে, ৩০ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের সভায়, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি ইকুইটি শেয়ারের জন্য ১ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে, যাদের নাম রেকর্ড ডেট অর্থাৎ ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে প্রদর্শিত হবে এবং ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে, যাদের নাম এনএসডিএল এবং সিডিএসএল দ্বারা রেকর্ড ডেট অর্থাৎ ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাদের প্রদান/ক্রেডিট/প্রেরণ করা হবে।
যেসব সদস্য কোম্পানিতে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেছেন, তাদের লভ্যাংশ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদান করা হবে। যেসব সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করা হয়নি, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/চেক পাঠানো হবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২৫

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
সৌমেন চ্যাটার্জি
চিফ লিগাল অফিসার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ১৭.১২.২০২৪ অনুযায়ী কোম্পানি দেউলিয়াগ্রস্ত প্রক্রিয়াধীন)
CIN : U27109WB1996PLC081038
কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস : ই/৩/৪, জিলান্দার হাউস, ৮ এন এস রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, পব
লিকুইডেটরের বিস্তারিত - রশ্মি ছাউছারিয়া, **যোগাযোগ** - ৯০০৭২০৫১৪৫
ই-মেইল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/gemus.ibc@gmail.com

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট ডেটর) চালু সংস্থা** (দায় ব্যতীত) হিসেবে রেগুলেশন ৩২ এর ক্লজ (ই) বা ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন এর তপশিল ১ এবং রেগুলেশন ৩৩ এর সাব রেগুলেশন (১) অনুযায়ী এবং রেগুলেশন ৩২এ, রেগুলেশন ৩২(এ) অনুযায়ী কর্পোরেট ডেটরের স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিক (কম্প্রোমাইজিং অফ ল্যান্ড) সম্পদ বিক্রি করা হবে দুটি ব্লক মাধ্যমে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com মাধ্যমে পোর্টাল দ্বারা পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (ব্যাঙ্কনেট) https://ibbi.baanknet.com পরিষেবা প্রদায়ক এর ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম সম্পাদিত হবে।

ব্লক নং	সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
ব্লক এ	**কর্পোরেট ডেটরের বিক্রি চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত),** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এররেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী, যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত।			
	কোম্পানির সমুদয় সম্পদ।(লেনদেনযোগ্য সম্পদ, জমি (দায়বদ্ধ) লিকুইডেটরের হেফাজতে নেই)। লেনদেনযোগ্য সম্পদ পর্যবেক্ষণ করা যাবে https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/asset-listing অ্যাসেট আইডি ২৬১৫)	৩০,৮৮,২১১ টাকা (*)	৩,০৮,০০০ টাকা	১,০০,০০০ টাকা
ব্লক বি	**কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি হবে স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে,** জমি সহ ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(এ) অনুযায়ী, যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত।			
	স্থাবর সম্পত্তি-জমি সম্পত্তি জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর নামে উক্ত জমি দায়বদ্ধ এবং লিকুইডেটরের হেফাজতে নেই। জমির বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করা যাবে https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/asset-listing অ্যাসেট আইডি ৫৬৯)।	২৮,৪৬,৫৭৫ টাকা (*)	২,৮৪,০০০ টাকা	১,০০,০০০ টাকা

ক্রম	বিবরণ	তারিখ	
১.	বিক্রয় নোটিশ এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি প্রকাশের তারিখ	১৩/০৮/২০২৫	
২.	নিলাম অধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ এবং অবধারণ	১৪/০৮/২০২৫ তারিখ বেলা ১১ টা থেকে ০২.০৯.২০২৫ সন্ধে ০৬ টা পর্যন্ত আগাম অনুমতি সাপেক্ষে।	
৩.	সম্ভাব্য ডাকদাতা প্রয়োজনীয় নথি ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং ইনসলভেন্সি অধীনে ধারা ২৯এ অধীনে উপযুক্ততার ঘোষণা এবং ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) দাখিল করবেন।	ব্লক এ : ১৫.০৮.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে ০৩.০৯.২০২৫ তারিখ সন্ধে ০৬ টা পর্যন্ত। ব্লক বি : ১৫.০৮.২০২৫ তেকে ০৬.০৯.২০২৫ তারিখ সন্ধে ০৬ টা পর্যন্ত।	
৪.	৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে নিলামের তারিখ এবং সময়	ব্লক এ : ০৬.০৯.২০২৫ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ০১.৩০ টা পর্যন্ত	ব্লক বি : ০৮.০৯.২০২৫ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ০১.৩০ টা পর্যন্ত।

(*) কর, লেভি, চার্জ, শুল্ক, স্থানান্তর ফি, স্ট্যাম্প শুল্ক, নিবন্ধন ফি, প্রিমিয়াম ইত্যাদি ব্যতীত। ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণের জন্য কোনও প্রতিনিধিত্ব করা হবে না।
ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাবলী নিম্নরূপ :
১. উপরে উল্লেখিত তফসিলে উল্লেখিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটরের সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না।
২. স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে যে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে বিক্রয় কার্যকর করার জন্য কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ ছাড়াই এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং / অথবা কোনও আগ্রহী পক্ষ / সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী / দরদাতাকে গ্রহণ এবং / অথবা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৩. বিক্রয়টি দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে হবে। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে https://ibbi.baanknet.com এর মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com / মোবাইল নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড যোগ্য দরদাতাদের ইমেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৪. সম্পদের বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র এবং অঙ্গীকারপত্র, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি https://ibbi.baanknet.com/ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
৫. ইচ্ছুক দরদাতাদের, তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে, সম্পত্তির মালিকানা, যদি থাকে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পাওনা ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত এবং উপরোক্ত সম্পদের বিক্রয়ের উপর যদি কোনও স্থানান্তর ফি থাকে, তবে তা বহন করতে হবে এবং তাদের নিজস্ব খরচে সম্পত্তি পরিদর্শন করতে হবে এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ সম্ভাব্য দরদাতারা লিকুইডেটর এবং তার দলের সাথে যোগাযোগ করে সাইটে পরিদর্শন করতে পারবেন।
৬. **"ব্লক-এ" এর অধীনে ই-নিলাম ব্যর্থ হলেই "ব্লক বি" এর অধীনে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত এবং সক্রিয় করা হবে।**
৭. ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সাথে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি পড়তে হবে এবং https://ibbi.baanknet.com এ উপলব্ধ শর্তাবলীর সাথে একমত হতে হবে।
৮. সম্ভাব্য দরদাতা কেবলমাত্র [illegible] নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) জমা দেবেন।
৯. সম্ভাব্য দরদাতাদের ইলেকট্রনিক নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে।
১০. সর্বোচ্চ দরদাতা অযোগ্য প্রমাণিত হলে, ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১১. কোনও স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্রে, www.ibbi.gov.in-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং নিলামের নথিগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও, আপনি ফোন নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০ অথবা ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।
১২. সফল দরদাতা নিলামে রাখা সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প শুল্ক, ফি ইত্যাদি এবং সমস্ত স্থানীয় কর, শুল্ক, হার, মূল্যায়ন চার্জ, ফি, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ ইত্যাদি বহন করবেন।
১৩. কোনও স্পষ্টীকরণের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফএ বৈধ ৩০.০৬.২০২৬ পর্যন্ত
ই-মেইল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/gemus.ibc@gmail.com

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে

[illegible]

নোটিশ

[illegible]

আবেদনকারীর পক্ষে

তারিখ : ১২.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[illegible]

তারিখ : ১৩.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

কল্যাণের সঙ্গে মোদীর ছবি বিতর্ক, কোন্নগরে 'সেটিং' রাজনীতির ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: সোমবার শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ছবি প্রকাশ্যে আসার পরেই মঙ্গলবার 'সেটিং' নিয়ে পোস্টার, রাজনীতির ময়দানে ঝড় তুলেছে। 'সেটিং' পোস্টারে ছয়লাপ হুগলির কোন্নগর। মঙ্গলবার সকালে উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন কোন্নগরের একাধিক জায়গায় দেখা গেল 'সেটিং' লেখা পোস্টার। তবে এই পোস্টার কোনও বিজ্ঞাপনের, নাকি এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে তাও জানা যায়নি। আর এ নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

সোমবার এসআইআর-এর বিরোধিতায় দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচি ছিল ইন্ডিয়া জোটের। মিছিল কমিশনের দপ্তরে পৌঁছনোর আগেই দিল্লি পুলিশ বিরোধী দলের সাংসদদের আটকায়। মহুয়া মৈত্র, মিতালি বাগ-সহ বেশ কয়েকজন মহিলা সাংসদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ে দিল্লিতে উপস্থিত থাকলেও তিনি সেখানে ছিলেন না। বরং তার বদলে দিল্লিতে বাবা খড়গ সিং মার্গে সাংসদদের জন্য তৈরি নতুন ভবন উদ্বোধনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে ছবিও তুলতে দেখা যায়। সেই ছবি প্রকাশ্যে আসার পরে কোন্নগরজুড়ে 'সেটিং' পোস্টার পড়ল কিনা তা নিয়ে জোড় জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এদিন তাঁর

অনুপস্থিতির ব্যাখা দিয়েছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ।

দিল্লিতে এ দিন এসআইআর এর কর্মসূচিতে না থাকার প্রসঙ্গে কল্যাণ লিখেছেন, 'সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে আমি সুপ্রিম কোর্টে যাই। সেখানে আমাদের দল এসআইআর-কে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলা করেছে, তার সওয়াল করি এবং দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কেসটি ছিল সেটি ওবিসি সংক্রান্ত। এই দু'টি মামলার কারণে নির্বাচন কমিশনের সামনে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে ধর্নায় অনুপস্থিত ছিলাম। যদিও আমার অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করতে আমি দায়বদ্ধ নই। তাও আমি জানি, আমার বিরোধী এমন অনেকে রয়েছেন যাঁরা অপেক্ষায় থাকেন সমালোচনায় বিদ্ধ করবেন বলে।'

সিপিআইএমের হুগলি জেলা কমিটির সদস্য আভাস গোস্বামী কটাক্ষ করে বলেছেন, 'তৃণমূল-জেপির সেটিং বাংলায় একটি বহু চর্চিত বিষয়। তাদের সেটিং রয়েছে বলেই দুর্নীতির কোনও বিচার হয় না।' যদিও পালটা তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএমের সেটিং রয়েছে বলে দাবি করেছেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য প্রণয় রায়। তাঁর কথায়, 'গত ৯ অগস্ট সিপিএমের সঙ্গে তৃণমূলের সেটিং দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আরজি করের নির্যাতিতার মা-বাবার ডাকে যখন সাধারণ মানুষ নবান্ন অভিযান করছে, তখন পুলিশ ব্যারিকেড করে নির্যাতিতার বাবা-মাকে মারল। সেই মিছিলে সিপিএম হাঁটল না। সিপিএম ওইদিন বিকেলে অন্য একটি মিছিল করল সেখানে পুলিশের কোনও বাধা ছিল না।' অন্য দিকে, হুগলি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বপন দাস সিপিএম ও বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, 'আমি শুনেছি, সিপিএম 'সেটিং' লেখা এই সব পোস্টার লাগিয়েছে। সিপিএমের ভোট চলে যাচ্ছে বিজেপির কাছে।' কল্যাণের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের বিষয়ে তিনি বলেন, 'পার্লামেন্টের ভিতরে লোকসভার সদস্য যে কারও সঙ্গে কথা বলতেই পারেন। তার মানে সেটিং রয়েছে তা বলা যায় না। কয়েকদিন আগে দিলীপ ঘোষও দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন। এটাকে সৌজন্যবোধ বলে। যাঁদের এই সৌজন্যবোধ নেই, তারা 'সেটিং'-এর কথা বলবেন।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল
মুম্বই বেঞ্চ, মুম্বই সমীপে
ইন্টারলোকুটরি অ্যাপ্লিকেশন নং ৪৯৬৮-২০২৪ সালের
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ৬৬ অধীনে)
কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১০২৯-২০২২ সালের
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এর ধারা ৭ অধীনে)
(উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২৯.০৪.২০২৪ অনুযায়ী আইএ নং ২৫/২০২৪ অধীনে বর্তমানে দেউলিয়া অধীন)

সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত :
শ্রী নীলেশ কোঠারি, লিকুইডেটর ... আবেদনকারী/লিকুইডেটর
বনাম
প্রতীক শান্তিলাল জিয়ানি এবং অন্যান্য ... বিবাদী
সংশ্লিষ্ট মূল বিষয় সম্পর্কিত :
পীরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড ... ফিনান্সিয়াল ক্রেডিটর
বনাম
রাইট ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড ... কর্পোরেট ডেটর

বিকল্প পরিষেবার নোটিশ

প্রতি :

১. **প্রতীক শান্তিলাল জিয়ানি** কর্পোরেট ডেটরের বরখাস্ত ডিরেক্টর, ঠিকানা : শপ নং ২৭, ২য়তল, রাইট ব্লিস কান্ডিভ্যালি দত্তাত্রে সিএইচএসএল, ধানুকরওয়াদি, কান্ডিভ্যালি পশ্চিম, মুম্বই-৪০০০৬৭।
২. **চন্দ্রশেখর ব্লাজি পার্তে,** কর্পোরেট ডেটরের বরখাস্ত ডিরেক্টর, ঠিকানা : শপ নং ২৭, ২য়তল, রাইট ব্লিস কান্ডিভ্যালি দত্তাত্রে সিএইচএসএল, ধানুকরওয়াদি, কান্ডিভ্যালি পশ্চিম, মুম্বই-৪০০০৬৭।
৩. **রীতেশ বীরচাঁদ শাহ,** কর্পোরেট ডেটরের পূর্বতন প্রমোটার, ঠিকানা -৪র্থতল, কৃষ্ণ ভুবন, ৬৭, নেহরু রোড, ভিলে পার্লে (পূর্ব) মুম্বই -৪০০০৫৭।
৪. **সমীর শিরিশ দাদিয়া,** কর্পোরেট ডেটরের পূর্বতন প্রোমোটার, ঠিকানা : শপ নং ২৭, ২য়তল, রাইট ব্লিস কান্ডিভ্যালি দত্তাত্রে সিএইচএসএল, ধানুকরওয়াদি, কান্ডিভ্যালি পশ্চিম, মুম্বই-৪০০০৬৭।
৫. **মেসার্স নমস্তে ম্যানেজমেন্ট প্রা লি.,** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত কোম্পানি, ঠিকানা : ডায়মন্ড হেরিটেজ,রুম নং ৯০৪, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত -৭০০০০১।
৬. **মেসার্স ডেটাবেস ট্রেডিং প্রা লি.,** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত এক কোম্পানি, ঠিকানা : ইউনিট ১বি, সুশীল সমীর কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, এ উইং,অশোক চক্রবর্তী রোড নং ১,কান্ডিভ্যালি(পূ), মুম্বই সিটি, মহারাষ্ট্র, ভারত,৪০০১০১।
৭. **মেসার্স শারধা প্রতিষ্ঠান প্রা লি.,** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, ঠিকানা ৯১২ সুরেশ্বরী টেকনো আইটি পার্ক, প্রেমিসেস সিএইচএসএল,গ্রাম একসার,লিঙ্ক রোড, বোরিভালি পশ্চিম, মুম্বই -৪০০০৯২।
৮. **মেসার্স আনেরি ফিনক্যাপ লিমিটেড,** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত এক কোম্পানি, ঠিকানা : ৯১২ সুরেশ্বরী টেকনো আইটি পার্ক , প্রেমিসেস সিএইচএসএল,গ্রাম একসার,লিঙ্ক রোড, বোরিভালি পশ্চিম, মুম্বই -৪০০০৯২।
৯. **মেসার্স আর্টলিঙ্ক ভিনট্রেড লিমিটেড,** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত এক কোম্পানি,ঠিকানা : ইম্যাক্স লোহিয়া স্কোয়ার এফআই/বি, ২৩ গঙ্গাধর বাবু লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০১২।
১০. **গতিক কংগ্লোমারেট প্রাইভেট লিমিটেড,** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত এক কোম্পানি,ঠিকানা : ডায়মন্ড হেরিটেজ, রুম নং ৯০৪, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত -৭০০০০১।
১১. **মেসার্স গ্লোউইংস্টার ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড,** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত এক কোম্পানি, ঠিকানা : গালা নং ০১, শ্রী কৃষ্ণনগর, ভালেরাও মালা, একলহরা রোড, নাসিক রোড, নাসিক, নাসিক, মহারাষ্ট্র, ৪২২১০১।
১২. **মেসার্স সরোরিটি ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড,** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত এক কোম্পানি, ঠিকানা : গালা নং ০১, শ্রী কৃষ্ণনগর, ভালেরাও মালা, একলহরা রোড, নাসিক রোড, নাসিক, নাসিক, মহারাষ্ট্র, ৪২২১০১।
১৩. **মেসার্স রাইট বিলটেক প্রাইভেট লিমিটেড,** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত এক কোম্পানি, ঠিকানা : প্লট নং ২, গুমফা দর্শন হাউসিং সোসাইটি, দত্তপারা রোড আসারা কলোনি, সিটিএস নং ২২৫, ডিয়ান কম্পাউন্ড, বরিভালি-ই, মুম্বই সিটি, মুম্বই, মহারাষ্ট্র, ৪০০০৬৬।
১৪. **মেসার্স আইজিসি ফয়েলস লি.** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত এক কোম্পানি,ঠিকানা : ইম্যাক্স লোহিয়া স্কোয়ার, অফিস নং ৪বি, ৫মতল, প্রেমিসেস নং ২৩, গঙ্গাধর বাবু লেন, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০১২।
১৫. **মেসার্স ভ্যানকুইশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড লিজিং প্রা লি.** ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, যার ঠিকানা প্লট -১৭, ৩য় তল, সিদাত ম্যানশন, সেকেন্ড মেরিন স্ট্রিট, গোল মসজিদ, ধোবি তালাও, মুম্বই সিটি, মহারাষ্ট্র - ৪০০০০২।
১৬. **মেসার্স গ্যালাক্সি ডেভেলপারস,** কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, যার ঠিকানা ১৮৭, রবীন্দ্র সরণি ২য় তল, কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০০৭।
১৭. **মেসার্স অনুরাধা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড,** কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, যার ঠিকানা ১০৬৯, বালাজি স্কুলের নিকট, ভিএলজি মালাড ওয়েস্ট, বিএইচডি ইভশাইন মল, মুম্বই সিটি, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৬৪।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিষয়ে লিকুইডেটর শ্রী নীলেশ কোঠারি, দেউলিয়া ও দেউলিয়া কোড ২০১৬ এর ধারা ৬৬ এর অধীনে, মাননীয় জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল সমীপে আপনার বিরুদ্ধে একটি আবেদন দাখিল করেছেন, যাতে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পদে অবদান রাখার জন্য বিবাদীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। শুনানির পরবর্তী তারিখ ২৬.০৮.২০২৫। মাননীয় ট্রাইব্যুনাল উপরে উল্লিখিত বিবাদীদের উপস্থিত থাকার এবং বিকল্প পরিষেবার এই পদ্ধতির মাধ্যমে নোটিশ জারি করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড

CIN - L65993WB1989PLC047002
রেজিস্টার্ড অফিস: আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বের ক্যামাক স্ট্রিট) কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩০ • ই-মেল: investors@sastasundar.com • ওয়েবসাইট : www.sastasundarventures.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৯.৬৭	১০.৩১	৮.১৯	৪০.৪০	২৯,৮৪২.৮২	২৭,৫৮৪.০৫	২৭,০২৯.২৯	১,১১,০৫৯.৪৬
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পূর্ব	(১০.৯৫)	(৬.৮৩)	(২২.১৫)	(৭১.৩৭)	৩,০১৮.৬৬	(৪৯১.৪৬)	২,৩৬৪.৩৩	(২২৩.১৯)
কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(১০.৯৫)	(৬.৮৩)	(২২.১৫)	(৭১.৩৭)	৩,০১৮.৬৬	(৪৬৩.৪৬)	২,৪৬৪.৩৩	(১৯,২৮৬.১০)
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	(১০.৯৫)	(৬.৮৩)	(২২.১৫)	(৭১.৩৭)	২,৬৫৯.২১	১,৭৫৭.২১	৪,০৯৬.৫৮	(১৩,৩৫৪.৩০)
সময়কালের জন্য কর পূর্ব মোট আনুপুঙ্খিক আয় /(ক্ষতি)	(১১.৪৭)	(১০.০০)	(২১.৬৩)	(৭২.৯৮)	২,৬৮৩.৫১	১,৬৮৫.১৭	৪,১২২.৬৫	(১৩,৩৯৯.১০)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু প্রতি শেয়ার ১০/- টাকা)	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫
পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	২৩,৯৯৯.৪৮	-	-	-	৬৩,৮০৬.০৫
শেয়ার পিছু আয় (মৌলিক)	(০.০৩)*	(০.০২)*	(০.০৭)*	(০.২২)	৭.৫২*	৪.৩০*	৯.৭৯*	(২৮.৬৬)
শেয়ার পিছু আয় (মিশ্রিত)	(০.০৩)*	(০.০২)*	(০.০৭)*	(০.২২)	৭.৫২*	৪.৩০*	৯.৭৯*	(২৮.৬৬)

*বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য -
১. উপরেরটি স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ছকের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ছক, স্টক এক্সচেঞ্জ (সমূহ) ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www. nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট- https://www.sastasundarventures.com/Pdf/Unaudited_Financial_Results_Standalone_and_Consolidated_30062025.pdf -এ পাওয়া যাবে এবং নিচে দেওয়া কুইক রেসপেন্স (কিউআর) কোডটি স্ক্যান করে এক্সেস করা যাবে।
২. আইএনডিএএস আইন অনুযায়ী ব্যতিক্রমী সমূহ লাভ ও ক্ষতির খাতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
বানওয়ারি লাল মিত্তাল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00365809

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ অগস্ট, ২০২৫

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED

CIN : L36993WB1995PLC069510
Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2025

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/06/2025 Unaudited	Quarter ended 31/03/2025 Audited	Quarter ended 30/06/2024 Unaudited	Year Ended 31/03/2025 Audited
	Reveue from operations				
(i)	Interest Income	7.87	17.46	73.93	165.44
(ii)	Dividend Income	1.57	2.90	1.57	56.24
(iii)	Rental Income	10.27	10.27	10.27	41.09
(iv)	Net gain on fair value changes	79.26	63.93	22.94	181.26
(v)	Profit on Sale of Investments	0.34	1.09	0.07	2.00
(I)	**Total Revenue from Operations**	**99.31**	**95.65**	**108.78**	**446.03**
(II)	Other Income	-	11.85	3.50	32.10
(III)	**Total Income (I+II)**	**99.31**	**107.50**	**112.28**	**478.13**
	Expenses				
(i)	Changes in inventories of stock-in-trade	-	-	-	-
(ii)	Employees benefit expenses	26.68	40.76	23.47	135.53
(iii)	Depreciation and amortisation expense	1.61	2.58	2.26	10.06
(iv)	Other Expenses	104.96	27.84	18.69	95.38
(IV)	**Total expenses**	**133.25**	**71.18**	**44.42**	**240.97**
(V)	**Profit/(Loss) before exceptional item & tax (III-IV)**	**(33.94)**	**36.32**	**67.86**	**237.16**
(VI)	**Exceptional Items**	-	-	-	-
(VII)	**Profit before Tax (V-VI)**	**(33.94)**	**36.32**	**67.86**	**237.16**
(VIII)	**Tax Expenses :**	-	-	-	
1	Current Tax	-	23.09	-	23.09
2	Deferred Tax	-	(0.55)	-	(0.55)
(IX)	**Net Profit/(Loss) for the period (VII-VIII)**	**(33.94)**	**13.78**	**67.86**	**214.62**
(X)	**Other Comprehensive Income/(Loss)**				
(a)	Items that will not be reclassified to profit or loss				
	Remeasurment of defined benefit plan	-	(5.35)	-	(5.35)
	Gain/(Loss) on Equity Instruments through OCI	1,772.07	(2,321.24)	5,482.54	263.15
(b)	Income tax relating to the above (Deferred Tax)	(253.41)	554.44	(1,254.40)	(36.87)
(XI)	**Total Comprehensive Income for the period**	**1,484.72**	**(1,758.37)**	**4,296.00**	**435.55**
(XII)	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78
(XIII)	Other Equity	-	-	-	12,370.13
(XIV)	Earning per Share (not annualised for the interim period)				
	a) Basic	(0.60)	0.24	1.21	3.81
	b) Diluted	(0.60)	0.24	1.21	3.81

Notes :
1 The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 12th August, 2025.
2 In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.
3 The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.
4 Security deposit given of Rs. 1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.
5 Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided on the same.
6 Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2 ' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.
7 Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court. KPT claimed compensation of Rs.1.36 crore. Initially as per direction of the Court the Company deposited a sum of Rs. 25 lakhs and is also remitting cheque of Rs. 25000/- per month to KPT.
The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against the tenant in District Court and thereafter,by them in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off.
The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 and arrear rent till 15th June, 2021 has also been received from them as per direction of the Court which is being accounted for. GST implication on rental received has not been considered by the company, since there is no direction of the court for the tenant in this respect. The outstanding dues of the arrear rent are presently not ascertsinable, and due to ongoing disputes, the respective rental income is not accounted for, till recovery thereof.
8 Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid nor accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. The above godown has been subleased to a tenant who has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof. The impact and consequential adjustment thereof are not presently ascertainable.
9 Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

Segment wise Standalone Revenue, Results and Capital Employed for the quarter ended 30th June, 2025

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/06/2025 Unaudited	Quarter ended 31/03/2025 Audited	Quarter ended 30/06/2024 Unaudited	Year Ended 31/03/2025 Audited
1	Segment Revenue				
	a) Investments Activities	89.03	97.23	98.51	416.79
	b) Rental Activities	10.27	10.27	10.27	41.09
		99.30	107.50	108.78	457.88
2	Segment Results				
	a) Investments Activities	(1.54)	97.22	91.63	409.91
	b) Rental Activities	4.27	6.05	6.09	30.16
		2.73	103.27	97.72	440.07
	Less : Unallocable Expenses	36.67	66.95	33.36	223.16
		(33.94)	36.32	64.36	216.91
	Add : Unallocable Revenue	-	-	3.50	20.25
		(33.94)	36.32	67.86	237.16
3	Segment Assets				
	a) Investments Activities	19,338.09	17,395.60	22,666.06	17,395.60
	b) Rental Activities	45.18	45.18	48.19	45.18
	c) Unallocable	46.64	250.33	45.40	250.33
		19,429.91	17,691.11	22,759.65	17,691.11
4	Segment Liabilities				
	a) Investments Activities	1.20	1.20	13.05	1.20
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73
	c) Unallocable	2,525.19	2,523.56	2,512.86	2,523.56
		2,583.12	2,581.49	2,582.64	2,581.49

Place : Kolkata
Dated : 12th August, 2025

Tushar Suraiya
Director
(DIN No. 10262137)

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED

CIN : L36993WB1995PLC069510
Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2025

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/06/2025 Unaudited	Quarter ended 31/03/2025 Audited	Quarter ended 30/06/2024 Unaudited	Year Ended 31/03/2025 Audited
	Reveue from operations				
(i)	Interest Income	7.87	17.46	73.93	165.44
(ii)	Dividend Income	1.57	2.90	1.57	56.24
(iii)	Rental Income	10.27	10.27	10.27	41.09
(iv)	Net gain on fair value changes	79.26	63.93	22.94	181.26
(v)	Profit on Sale of Investments	0.34	1.09	0.07	2.00
(I)	**Total Revenue from Operations**	**99.31**	**95.65**	**108.78**	**446.03**
(II)	Other Income	-	11.85	3.50	32.10
(III)	**Total Income (I+II)**	**99.31**	**107.50**	**112.28**	**478.13**
	Expenses				
(i)	Changes in inventories of stock-in-trade	-	-	-	-
(ii)	Employees benefit expenses	26.68	40.76	23.47	135.53
(iii)	Depreciation and amortisation expense	1.61	2.58	2.26	10.06
(iv)	Other Expenses	104.96	27.84	18.69	95.38
(IV)	**Total expenses**	**133.25**	**71.18**	**44.42**	**240.97**
(V)	**Profit/(Loss) before exceptional item & tax (III-IV)**	**(33.94)**	**36.32**	**67.86**	**237.16**
(VI)	**Exceptional Items**	-	-	-	-
(VII)	**Profit before Tax (V-VI)**	**(33.94)**	**36.32**	**67.86**	**237.16**
(VIII)	**Tax Expenses :**	-	-	-	
1	Current Tax	-	23.09	-	23.09
2	Deferred Tax	-	(0.55)	-	(0.55)
(IX)	**Net Profit/(Loss) for the period (VII-VIII)**	**(33.94)**	**13.78**	**67.86**	**214.62**
(X)	**Share of Profit/(Loss) of Associates**	**551.78**	**(86.86)**	**572.18**	**1,862.78**
(XI)	**Net Profit/(Loss) for the period (IX+X)**	**517.84**	**(73.08)**	**640.04**	**2,077.40**
(XII)	**Other Comprehensive Income/(Loss)**				
(a)	Items that will not be reclassified to profit or loss				
	Remeasurment of defined benefit plan	-	(5.35)	-	(5.35)
	Gain/(Loss) on Equity Instruments through OCI	1,772.07	(2,321.24)	5,482.54	263.15
	Share of Other Comprehensive Income of Associate	14,336.89	(10,756.58)	17,076.98	2,320.12
(b)	Income tax relating to the above (Deferred Tax)	(253.41)	554.44	(1,254.40)	(36.87)
(XIII)	**Total Comprehensive Income for the period**	**16,373.39**	**(12,601.81)**	**21,945.16**	**4,618.45**
(XIV)	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78
(XV)	Other Equity	-	-	-	70,454.90
(XVI)	Earning per Share (not annualised for the interim period)				
	a) Basic	9.20	(1.30)	11.37	36.91
	b) Diluted	9.20	(1.30)	11.37	36.91

Notes :
1 The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 12th August, 2025.
2 In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.
3 The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.
4 Investment in Associate namely "Adventz Finance Private Limited" has been accounted as per Equity Method as per IND AS 28.
5 Security deposit given of Rs.1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.
6 Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided on the same.
7 Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2 ' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.
8 Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court. KPT claimed compensation of Rs.1.36 crore. Initially as per direction of the Court the Company deposited a sum of Rs.25 lakhs and is also remitting cheque of Rs. 25000/- per month to KPT.
The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against the tenant in District Court and thereafter,by them in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off.
The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 and arrear rent till 15th June, 2021 has also been received from them as per direction of the Court which is being accounted for. GST implication on rental received has not been considered by the company, since there is no direction of the court for the tenant in this respect. The outstanding dues of the arrear rent are presently not ascertsinable, and due to ongoing disputes, the respective rental income is not accounted for, till recovery thereof.
9 Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid nor accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. The above godown has been subleased to a tenant who has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof. The impact and consequential adjustment thereof are not presently ascertainable.
10 Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

Segment wise Consolidated Revenue, Results and Capital Employed for the quarter ended 30th June, 2025

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30/06/2025 Unaudited	Quarter ended 31/03/2025 Audited	Quarter ended 30/06/2024 Unaudited	Year Ended 31/03/2025 Audited
1	Segment Revenue				
	a) Investments Activities	89.03	97.23	98.51	416.79
	b) Rental Activities	10.27	10.27	10.27	41.09
		99.30	107.50	108.78	457.88
2	Segment Results				
	a) Investments Activities	(1.54)	97.22	91.63	409.91
	b) Rental Activities	4.27	6.05	6.09	30.16
		2.73	103.27	97.72	440.07
	Less : Unallocable Expenses	36.67	66.95	33.36	223.16
		(33.94)	36.32	64.36	216.91
	Add : Unallocable Revenue	-	-	3.50	20.25
		(33.94)	36.32	67.86	237.16
3	Segment Assets				
	a) Investments Activities	92,311.53	75,480.37	94,217.09	75,480.37
	b) Rental Activities	45.18	45.18	48.19	45.18
	c) Unallocable	46.64	250.33	45.40	250.33
		92,403.35	75,775.88	94,310.68	75,775.88
4	Segment Liabilities				
	a) Investments Activities	1.20	1.20	13.05	1.20
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73
	c) Unallocable	2,525.19	2,523.56	2,512.86	2,523.56
		2,583.12	2,581.49	2,582.64	2,581.49

Place : Kolkata
Dated : 12th August, 2025

Tushar Suraiya
Director
(DIN No. 10262137)

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড

CIN: L52110WB1985PLC240038
রেজিস্টার্ড অফিস: ২১০, রুবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮
ইমেল: ankurmarketing85@gmail.com
ওয়েসাইট: https://www.ankurmarketing.com/ টেলি: ৯০৫১১৫৩৩৮৫

ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড-এএস) মেনে প্রস্তুত করা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) পরিমাণ (₹)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) পরিমাণ (₹)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) পরিমাণ (₹)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) পরিমাণ (₹)
১	মোট আয়	১৩৩.৬৮	১২৮.০০	১২২.৩২	৫০২.১৮
২	ব্যতিক্রমী দফা এবং বিশেষ দফা এবং কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	৭১.৮৫	৭২.২৯	৫৯.৯৩	২৬৫.৩৬
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৭১.৮৫	৭২.২৯	৫৯.৯৩	২৬৫.৩৬
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য চলতি কাজকর্ম থেকে	৬০.১৩	৬১.৪৩	৫১.০৩	২২৩.১২
৫	লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য	৬০.১৩	৬১.৪৩	৫১.০৩	২২৩.১২
৬	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	৬০.১৩	৬১.৪৩	৫১.০৩	২২৩.১২
৭	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ₹ ১০/- প্রতি শেয়ার)	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
৮	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৯৬৭.৬৭
৯	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ত্রৈমাসিকের জন্য ইপিএস বার্ষিকীকৃত নয়)				
(ক)	মৌলিক	২.০০	২.০৫	১.৭০	৭.৪৪
(খ)	মিশ্রিত	২.০০	২.০৫	১.৭০	৭.৪৪

আর্থিক ফলাফলের নোট :
১ নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি পর্যালোচনা করে এবং তারপরে পরিচালনা পর্ষদ তাদের নিজ নিজ সভায় অনুমোদিত হয়। সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজন হিসাবে কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা ফলাফলের সীমিত পর্যালোচনা করা হয়েছে।
২ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ২১০, রুবি পার্ক কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮ -এ অবস্থিত।
৩ যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ একক সেগমেন্ট ব্যবসার মধ্যে পড়ে, সেজন্য কোনও পৃথক সেগমেন্ট তথ্য দেওয়া নেই।
৪ কোম্পানি মেসার্স ওম দয়াল এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে ব্যাংকে কর্পোরেট গ্যারান্টি দিয়েছে ৩,১৩৩ লক্ষ টাকা (৩০.০৬.২০২৫ তারিখে বকেয়া ২,২১৬.৭৩ লক্ষ টাকা) এবং মেসার্স কৃষ্ণদয়াল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ একাডেমি, ১,৮৬৮ লক্ষ টাকা (৩০.০৬.২০২৫ তারিখে বকেয়া ১৪৪.০৯ লক্ষ টাকা)।
৫ এই আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.ankurmarketing.com এ পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এক্সেস করা যাবে:
৬ পূর্ববর্তী সময়কাল/বছরের পরিসংখ্যানগুলিকে বর্তমান সময়কাল/বছরের সাথে তুলনা করার জন্য পুনশ্রেণীভুক্ত /পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
৩১ মার্চ ২০২৫ সমাপ্ত পূর্ববর্তী ৩ মাসের পরিসংখ্যানগুলি ৩১ মার্চ ২০২৫ সমাপ্ত পুরো আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সেই আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত বছরের পরিসংখ্যানের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিসংখ্যান।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
[DIN: 01021359]

তারিখ: ১২.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

বিচারপতি বর্মাকে সরাতে তিন সদস্যের কমিটি গঠন স্পিকারের

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: নগদ কাণ্ডে বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকে সরাতে এবার তৎপরতা শুরু লোকসভায়। মঙ্গলবার ১৪৬ জন সাংসদের সই-সহ ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব গ্রহণ করে স্পিকার ওম বিড়লা তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটিতে রয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার, মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মনিন্দর মোহন ও প্রবীণ আইনজীবী বিভি আচার্য। বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে তদন্তের পর এই কমিটি লোকসভায় রিপোর্ট জমা দেবে।

বিচারপতি যশবন্ত বর্মা অপসারণের প্রস্তাব গ্রহণ করার পর স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, 'বিচারপতি যশবন্ত বর্মার অপসারণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়া উচিৎ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংসদ একজোট হয়েছে। মানুষ বিচার বিভাগের উপর আস্থা রাখে ফলে এই অপসারণ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য। ৩ সদস্যের কমিটি যত দ্রুত সম্ভব রিপোর্ট পেশ করবে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে না।' স্পিকার ওম বিড়লা আরও জানান, 'আমি রবি শঙ্কর প্রসাদ এবং বিরোধী দলনেতা-সহ মোট ১৪৬ জন সদস্যের স্বাক্ষরিত প্রস্তাব পেয়েছি। যেখানে শাসকদলের পাশাপাশি বিরোধী সাংসদরাও রয়েছেন। যেখানে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মাকে অপসারণের জন্য সংবিধানের ২১৭ এবং ২১৮ অনুচ্ছেদ এবং বিচারকদের বিরুদ্ধে তদন্ত আইন ১৯৬৮ এর ধারা ৩ এর অধীনে পদক্ষেপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে নগদকাণ্ডের তদন্তে আর একটি তিন সদস্যের দল গড়ে দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। গত মে মাসে ওই কমিটি মুখবন্ধ খামে রিপোর্টও জমা দেয়। ওই রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন বিচারপতি বর্মা। কিন্তু গত সপ্তাহে বিচারপতির সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি এজি মসীহর বেঞ্চ জানিয়েছে, নিয়ম মেনেই তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছিল।

বাংলাদেশ থেকে পণ্য প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার তালিকা বৃদ্ধি ভারতের

নয়াদিল্লি, ১২ অগস্ট: বাংলাদেশ থেকে আরও কিছু পণ্য ভারতে স্থলপথে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করল নরেন্দ্র মোদী সরকার। মূলত, পাট এবং পাটজাতীয় পণ্যের উপর বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। সোমবার কেন্দ্রের বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড (ডিজিএফটি) এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, পাট এবং পাটজাতীয় দড়ি, বস্তা, ব্যাগ, ব্লিচ করা বা ব্লিচ না-করা অবস্থায় থাকা চটে বোনা কাপড়-সহ একাধিক পণ্য স্থলপথে ভারতে ঢুকতে পারবে না। কেবল মহারাষ্ট্রের নবি মুম্বইয়ে নবসেবা সমুদ্রবন্দর দিয়ে এই ধরনের পণ্য প্রবেশের অনুমতি মিলবে।

গত এপ্রিল মাসে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বাংলাদেশকে 'ট্রান্সশিপমেন্ট' সুবিধা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল ভারত। বলা হয়েছিল, ভারতের শুল্ককেন্দ্র ব্যবহার করে তৃতীয় কোনও দেশে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে না বাংলাদেশ।

এর পরে মে মাসে বেশ কিছু বাংলাদেশি পণ্য ভারতে স্থলপথে প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল মোদী সরকার। বাংলাদেশ থেকে অসম, মিজোরাম, মেঘালয় কিংবা ত্রিপুরার কোনও শুল্ককেন্দ্রে পণ্যগুলোর প্রবেশ করতে পারবে না বলে জানিয়েছিল বাণিজ্য মন্ত্রক। বিজ্ঞপ্তি দারি করে ডিজিএফটি জানিয়েছিল, বাংলাদেশি রেডিমেড পোশাক, খাবার ইত্যাদি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে আমদানি করা হবে না। নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ছিল ফল, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যদ্রব্য, তুলা, সুতির পোশাক, প্লাস্টিক এবং পিভিসি দিয়ে তৈরি জিনিস, রঞ্জকের মতো পণ্য।

দিল্লির পথকুকুরদের নিয়ে 'সুপ্রিম' নির্দেশে ক্ষুব্ধ রাহুল: দিল্লির পথকুকুরদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ক্ষুব্ধ রাহুল গান্ধি। তাঁর মতে,মানবিকতার পথ থেকে সরে এসে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবলা প্রাণীদের 'সমস্যা' বলে দাগিয়ে দেওয়া যায় না। উল্লেখ্য, কংগ্রেস সাংসদ এবং তাঁর পরিবার বরাবরই পশুপ্রেমী হিসাবে পরিচিত।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has been invited by the undersigned for **01(one) no schemes** under **5th SFC(24-25)** bearing **NIeT No- 06/SU/2025-26, Office Memo No- 740/PS, dt: 12.08.2025 (Tender ID: 2025_ZPHD_890208_1),** for installation of high mast street light. Online bid submission will end on **19.08.2025 at 5:00 PM.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
NIT No. 05-TN/EE/P&D/25-26 তারিখ : ০৮.০৮.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (পিঅ্যান্ডডি), এইচএমসি এনআইটি অনুযায়ী হাওড়া পৌর নিগমের অধীন ১টি কাজের জন্য প্রখ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং পিঅ্যান্ডডি বিভাগীয় https://wbtenders.gov.in ওয়েবসাইট থেকে। টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ২৯.০৮.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত।
এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহন বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১০০(৩)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
১২.৮.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

OFFICE OF THE SAINTHIA MUNICIPALITY
P.O.:- SAINTHIA,DIST.:- BIRBHUM
NOTICE INVITING TENDER NO-
e-NIT NO: - WBMAD/SM/Engg.Sec/Dev/04 of 2025-26
The Chairman of Sainthia Municipality invited tenders for the work of -
Construction of Boundary wall of Sainthia Baro Masjid Eidga on plot No 3722 Mouza Sainthia JL No 95 Ward No 04 Under Sainthia Municipality, P.S -Sainthia, Dist-Birbhum.
Tenders Submission closing date:
1) 27.08.2025 at 11.00 A.M
For further details please contact the mentioned office.
Sd/-Chairman
Sainthia Municipality
Sainthia,Birbhum

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/258/25-26 Dated 12.08.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Ukhila Laskarapara near Barobari(H/O-Aktar), at ward no.27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 13.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs: 1,07,295.37/-. c) Documents download starting date & time: 13.08.2025 at 11-00 hrs.d)Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 20.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 22.08.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/259/25-26 Dated 12.08.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 1 (ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5 nos of 110 Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Greenpark (Park), at ward no.27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 13.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs: 1,07,295.37/-.c) Documents download starting date & time: 13.08.2025 at 11-00 hrs.d)Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 20.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 22.08.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/260/25-26 Dated 12.08.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Shitala Mandir More, AT WARD NO.27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 13.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs: 1, 07, 295.37/-. c) Documents download starting date & time: 13.08.2025 at 11-00 hrs.d)Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 20.08.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 22.08.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
S/D Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

বিজ্ঞপ্তি
গত ০২.১১.২০২১, ১৯.১১.২০২৩ এবং ৩১.১০.২০২৪ তারিখ ঝাড়গ্রাম জেলার জাম্বনী থানা কর্তৃক কিছু না দাবী বাজী পটকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। অদ্যবধি কোনো দাবীদার পাওয়া যায়নি। যদি কোনো দাবিদার থাকেন যথাযত প্রমান সহ জাম্বনী থানাতে আসিয়া ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।
Inspector In-Charge
Jamboni PS.
Dist-Jhargram

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 102/2025-26 & Memo No.: 932, Date: 11.08.2025,** for **02 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **26.08.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/248/25-26 Dated 11.08.2025	Construction Of Under Ground Pipe Line And Road Restoration Work (pipe Dia = 600 Mm & Improvement Of Road Of Length - 56 Mm)near Karbala School At Ward No - 24 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.6,33,736.00
WBMAD/ULB/RSM/249/25-26 Dated 11.08.2025	Construction Of Earth Cutting,hume Pipe Laying & Earth Shifting At Sabuj Sargha More To Asharamji Ashram In Ward No-03 Under Rajpur Sonarpur Municipality. Length :- 780.0 M.	Rs.6,78,800.00

Bid Submission end date: **22.08.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/251/25-26 Dated 11.08.2025	Repairing of WOODEN BRIDGE Near Garia Local office within in ward no-01 under Rajpur Sonarpur Municipality.Length :-15.0 M.	Rs.3,67,896.00
WBMAD/ULB/RSM/252/25-26 Dated 11.08.2025	Repairing of WOODEN BRIDGE At Shop of Late Netai Naskar in ward no-05 under Rajpur Sonarpur Municipality.Length :-15.0 M.	Rs.3,43,757.00
WBMAD/ULB/RSM/253/25-26 Dated 11.08.2025	Construction Of Concrete Road & Mandir Repairing At Panchpota Shibtala In Ward No-03. Under Rajpur Sonarpur Municipality. Road Length :- 8 M / Width-8m.	Rs.4,68,219.00

Bid Submission end date: **22.08.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-049e/2025-2026. Tender ID- 2025_MAD_890181_1.Type of Work:-** Operation & Maintenance of Electrical & Sound System at Rabindra Sanaskriti Mancha. Bid Submition End Date:**-23-08-2025 at 05:00 PM.** Bid Open Date:-**26-08-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https:// wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D Chairman,
Nabadwip Municipality

Quotation Notice
Abhidi Co-operative Housing Society Limited, with registered address at C/o Sunil Baran Paul, Vill- Mohanpur, P.O. Sewli Teleni Para, P.S. Titagarh, Dist. North 24 Paraganas, PIN 700121, intends to build one G+4 storied building on Plot Number AA-IIIC-1291, Premises Number 12-0911, Newtown, Kolkata, for which the said society is inviting sealed quotations to appoint one bonafide experienced Architect and Developer for building construction, as per rules and regulations of West Bengal Housing Co-operative Society and HIDCO. Sealed quotations must be sent to the Society's registered address within 10 days from publication date. Date of opening the quotation will be 11th Day from publication date.
Sd/- Atanu Dutta
Secretary
Abhidi Co-operative Housing Society Limited

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 32/WS/Eng/25 Dt. 08-07-25
Bid Submission period: 20.08.25 instead of 11.08.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE MSVP
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MEDINIPUR
TENDER NOTICE
Memo No. MSVP/TGMCH/2455/2025 Dt. 11.08.2025
E-Tender is invited by the MSVP from the reputed Agencies for supply of Food For Different Health Programmes at the TGMCH, Tamluk, Purba Medinipur, details can be downloaded from **www.bhealth.gov.in** & **www.wbtenders.gov.in,** last date of bidding is **26.08.2025.**
Sd/-
MSVP

OFFICE OF THE MSVP
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MEDINIPUR
EXPRESSION OF INTEREST NOTICE
Memo No. MSVP/TGMCH/2431/2025 Dt. 11.08.2025
EOI is invited by the MSVP from eligible Non Government Organization (NGO) to run two units consisting 16 personnels (8+8) 'ROGI SAHAYATA KENDRA' at Tamralipto Govt. Medical College & Hospital, Tamluk, Purba Medinipur, details can be downloaded from **www.bhealth.gov.in** & **www.wbtenders.gov.in,** EOI submission last date is 29.08.2025.
Sd/-
MSVP

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
নং. আরএসও-কেজিপি-এইচএলজেড-আরআরওওএম-৩-২০২৫। তারিখ : ১১.০৮.২০২৫ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, সিনিয়র ডিইই/ওপি/খড়্গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং, ১স্ট ফ্লোর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১, উল্লেখিত তারিখে ১৫:০০ টার আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে এবং খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। **ক্রম. নং. : [১]; কাজের বর্ণনা:** ২ বছর অর্থাৎ ৭৩০ দিন মেয়াদের জন্য বাইরের সংস্থা দ্বারা হলদিয়া (এইচএলজেড) রানিং রুমের রক্ষণাবেক্ষণ যার মধ্যে রয়েছে বাসিন্দাদের ভর্তুকিযুক্ত এবং ব্যক্তিগত রেশন খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশন, কেয়ারটেকিং সহ লিনেন বিতরণ, রানিং রুম পরিষ্কার করা, লিনেন ধোয়া, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন সরবরাহ। **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ১,৩৫,০৩,৫৯২.০৫; **ইএমডি:** ₹ ২,১৭,৫০০.০০; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৫,০০০.০০; **খোলার তারিখ:** ০৩.০৯.২০২৫; **সমাপ্তির সময়কাল :** ০২ বছর (৭৩০ দিন); **জমা দেওয়ার তারিখ:** ০৩.০৯.২০২৫ তারিখের ১৫:০০ টা পর্যন্ত। আগ্রহী দরপত্রদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে গিয়ে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা, নির্দিষ্টকরণ জানতে পারবেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারবেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে যেতে পারবেন। (PR-513)

Joynagar Mozilpur Municipal Office
P.O.-Jaynagar Mozilpur, Pin-743337, South 24Pgs., West Bengal
EOI is invited by the Chairman, Jaynagar Majilpur Municipality for the following work within Jaynagar Majilpur Municipality.

Sl. No.	Name of Work	
1	Acoustical Interior Works & Supplying, fitting, fixing of Audio Visual Conferencing system with Chairs complete in all respect as per direction of E.I.C. at Shiv Nath Sastri Sadan(Town Hall) under Jaynagar Majilpur Municipality.	

Tender ID: **2025_MAD_889893_1,** Bid submission starting date: **12/08/2025 at 09:00A.M.** Bid submission closing date: **04/09/2025 at 5:30 P.M.** Details may be seen in the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- **Executive Officer, Joynagar Mozilpur Municipality**

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 485/KP-II/E-TENDER/15th FC/2025, Date : 12.08.2025.** Date of Publish of Tender: **12.08.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **22.08.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **25.08.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/250/ 25-26 Dated 11.08.2025	Construction Of Concrete Road With Surface Drain At Paschim Balia Ratanti Kali Mandir To Balia Baisakhi Sangha Club In Ward No-01 Under Rajpur Sonarpur Municipality.the Rates Are Given As Per Pwd Building Schedule 2017.	Rs.18,98,711.00

Bid Submission end date: **28.08.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

OFFICE OF THE COUNCILLORS
BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs
Kolkata 700144
E-TENDER NOTICE
Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/Contractor for Construction of Concrete Road & Underground DWC Pipe Drain (5 Nos) at different wards under Baruipur Municipality for **FY- 2024-25 (PMAY Infra.) vide e-NIT - WBMAD/ULB/BM/NIT-09(e)/2025-26, last date: 27.08.2025 up to 9 AM.** Details information may be obtained during office hours **11 AM 5 PM.** Website: **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 233 to 238/2025-2026 Dated- 12-08-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Burdwan, Birbhum, Paschim Medinipur, North 24 Parganas and Bankura District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **13-08-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **26-08-2025 upto 3.00 pm**
Date: 12.08.2025 **Sd/- Executive Engineer**

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

CIN: L27320WB1997PLC084819
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১০ম ফ্লোর, ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
যোগাযোগ: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-৪০১৯ ০৮২৩, ই-মেল: investors@titagarh.in, ওয়েবসাইট: www.titagarh.in

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১ কার্যাদি থেকে মোট আয়	৬৭৯.৩০	১,০০৩.৬৪	৯০৩.০৫	৩,৮৬৫.৮২	৬৭৯.৩০	১,০০৫.৫৭	৯০৩.০৫	৩,৮৬৭.৭৫
২ সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৫৭.১৪	১০৬.৯৯	৯৪.৪৬	৪১১.৫৬	৪৫.৯৬	৯২.২৫	৯০.১১	৩৮১.৭৪
৩ সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৫৭.১৪	১০৬.৯৯	৯৪.৪৬	৪১১.৫৬	৪৫.৯৬	৯২.২৫	৯০.১১	৩৮১.৭৪
৪ সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৫৭.১৪	১০৬.৯৯	৯৪.৪৬	৪১১.৫৬	৩১.৪৯	৬৪.৭৭	৬৬.৯৬	২৭৫.০৬
৫ সময়কাল -এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	৪২.৬৩	৭৬.১৮	৭১.২৯	৩০১.৯৬	৩১.৩৯	৬২.৮১	৬৬.৯২	২৭৩.৬০
৬ ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৩.৯১	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৩.৯১	২৬.৯৩
৭ সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো)				২,৪৯২.৮১				২,৪৫৬.০৫
৮ শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ২/- টাকা)								
মূল (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.১৭	৫.৮০	৫.৩০	২২.৫৩	২.৩০	৪.৭৯	৪.৯৮	২০.৪১
মিশ্রিত (*বার্ষিকীকৃত নয়)	৩.১৭	৫.৮০	৫.৩০	২২.৫৩	২.৩০	৪.৭৯	৪.৯৮	২০.৪১

দ্রষ্টব্য
১. উপরের ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে ১১ অগস্ট, ২০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভাতে।
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট: **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট: **www.titagarh.in** -তে পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ অগস্ট, ২০৫
ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
অনিল কুমার আগরওয়াল
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 01501767

J.G.Chemicals Limited

Adventz Infinity@5, Unit No. 1511, Street No. 18, BN Block, Sector – V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091, India,
Email: corporate@jgchem.com | Web: www.jgchem.com
CIN: L24100WB2001PLC093380

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June 2025

(₹ Crores except EPS data)

Particulars	Quarter ended 30-06-2025 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2025 (Audited)	Quarter ended 30-06-2024 (Unaudited)	Year ended 31-03-2025 (Audited)
Total revenue from operations	218.01	224.25	202.53	847.94
Net Profit / (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	21.85	21.55	21.24	89.90
Net Profit / (Loss) for the period before tax				
(after exceptional items)	21.85	21.55	21.24	89.90
Net Profit / (Loss) for the period after tax	16.36	15.91	15.90	66.76
Total comprehensive income for the period	18.60	12.10	15.90	69.11
Paid up Equity Share Capital [Face value ₹10 per share]	39.19	39.19	39.19	39.19
Reserves excluding revaluation reserves and Non-controlling interest	-	-	-	425.57
Earnings per Equity Share (of ₹10 each) -Basic and Diluted (Not Annualised *)	*4.03	*3.92	*3.88	16.34

Notes :
1.Additional information on Unaudited Standalone Financial Results is as follows: (₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended 30-06-2025 (Unaudited)	Quarter ended 31-03-2025 (Audited)	Quarter ended 30-06-2024 (Unaudited)	Year ended 31-03-2025 (Audited)
Revenue from operations	70.97	75.50	65.01	271.82
Profit before exceptional item and tax	8.47	8.54	5.11	27.00
Profit before tax	8.47	8.54	5.11	27.00
Profit after tax	6.37	6.36	3.83	20.02

2. The Unaudited Consolidated Financial Results and Unaudited Standalone Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 11th August, 2025. The Statutory Auditors have given Limited Review Report on these results.
3. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 are available on the BSE Limited website (URL: www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Limited website (URL: www.nseindia.com) and on the Company's website (URL: www.jgchem.com).
4. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules as amended from time to time.

Date: 11.08.2025
Place: Kolkata

By order of the Board
For J.G.Chemicals Limited
Sd/-
Suresh Jhunjhunwala
Executive Chairman and WTD

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

ঘুরে ট্যুরে

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বাঁকুড়ার বড়দি পাহাড়

অনন্যা অধিকারী

বড়দি পাহাড়ের নাম শুনেছেন? না শুনে থাকলে সপ্তাহান্তে ঘুরে আসুন বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত কংসাবতীর তীরে অবস্থিত এই পাহাড়। আসলে এটি বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা ব্লকের কংসাবতীর তীরে অবস্থিত একটি ছোট টিলা। স্থানীয়রা একেই বড়দি পাহাড় বলে। কলকাতা থেকে বড়দি পাহাড়ের দূরত্ব মাত্র কয়েকঘন্টার। তাই দেরি না করে নতুন বছরে শীতের আমেজ গায়ে মাখিয়ে ঘুরে আসুন বাঁকুড়া জেলার এই নতুন পর্যটনকেন্দ্র বড়দি পাহাড় থেকে। কংসাবতী নদীর তীরে ছোট্ট একটা পাহাড়। শাল মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা সারেঙ্গার সেই বড়দি পাহাড়তলিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের সঙ্গে চড়ুইভাতি করতে শীতকালে অনেকে আসেন। বাঁকুড়া জেলার একটি নতুন পর্যটনকেন্দ্র হল বড়দি পাহাড়। এটি বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা ব্লকের কংসাবতীর তীরে অবস্থিত একটি ছোট টিলা। স্থানীয়রা একেই বড়দি পাহাড় বলে। বাঁকুড়া থেকে রাইপুরের রাস্তায় পড়ে পিড়রগাড়ি মোড়। সেখান থেকে খাতড়া যাওয়ার রাস্তায় ছ'কিমি দূরে চুয়াগাড়া মোড়। ওই মোড় থেকে চার কিলোমিটার গেলেই পাওয়া যাবে নেতুরপুর পঞ্চায়েতের কালাপাথর গ্রাম লাগোয়া বড়দি পাহাড়। তার কোলঘেঁষে বয়ে চলেছে কংসাবতী নদী। নদীর তীরে কালাপাথর গ্রামে রয়েছে একটি ঝর্ণা। স্থানীয় মানুষের কাছে তা কালাঝর্ণা নামে পরিচিত। বড়দিকে আসলে পাহাড় বলাটা ঠিক হবে না। কারণ বাঁকুড়া জেলার অন্য পাহাড়গুলির তুলনায় আয়তন এবং উচ্চতায় একেবারে নস্যি। শ দুয়েক ফুট উঁচু বড়দির চূড়ায় উঠতে পরিশ্রম নেই বললেই চলে। কিন্তু চূড়ায় উঠে নদীর দিকে গেলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। সবুজের গালিচা

পাতা, তারই মাঝে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে কংসাবতীর বিপুল জলরাশি। কাজলকালো জলে বড়দির ছায়া। পাথরের উপরে বসে এই দৃশ্য দেখতে দেখতেই কখন যে আপনার সময় কেটে যাবে আপনি তার টেরও পাবেন না। পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে এখানে পায়ে হেঁটে পাহাড় দর্শনের জন্য চারচাকার গাড়ি ওঠার রাস্তাও তৈরি করা হয়েছে। এমনকি পর্যটকদের থাকার জন্য থাকার ঘর ও শৌচাগারের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এখানে শীতকালে পাহাড়ের নিচে পিকনিক করতে আসেন আশেপাশের গ্রামের বহু মানুষজন। তবে, শুধু স্থানীয়রাই নয় এখানে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা থাকার জন্য উইকএন্ডে বহু দূর দূরান্তের পর্যটকেরাও আসেন এখানে। সেই তালিকায় পরেরবার আপনার নাম যোগ হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

বাংলার অতি প্রাচীন জনপদ চন্দ্রকেতুগড়

সুদর্শন নন্দী

কাছে পিঠে বেড়াতে গিয়ে যারা সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরতে চান এবং ইতিহাস ও পুরাতত্ব বিষয় যাদের আগ্রহ তাদের কাছে বাংলার অতি প্রাচীন ও জনপদ চন্দ্রকেতুগড় আদর্শ পর্যটন স্থান। ট্রেন ও বাসের যোগাযোগ রয়েছে, কলকাতা থেকে ঘন্টা দুইয়ের পথ এই স্থানটির। নামটিও বড় মিষ্টি । চন্দ্রকেতুগড়। উত্তর ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপার কাছের এই প্রাচীন জনপদটির অবস্থান। ট্রেনে গেলে শিয়ালদহ থেকে হাড়োয়া রোড স্টেশন দেড় ঘন্টা (৪৯ কিলোমিটার)। স্টেশনে নেমে তিন কিলোমিটার বেড়াচাঁপা মোড়ে আসতে হবে টোটো বা অটোতে । সড়ক পথে যেতে হলে কলকাতা থেকে যশোর রোড ধরে বারাসত হয়ে টাকি রোড ধরে দেগঙ্গা পেরিয়ে বেড়াচাঁপা মোড় ত্তসেখান থেকে বাঁ দিকে খনা মিহিরের ঢিপি। বেড়াচাঁপা মোড় থেকে ডান দিকে হাড়োয়া রোড ধরে কিছুটা গেলেই চন্দ্রকেতুগড়। ঐতিহসিকদের মতে উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে এই বন্দর নগরীর সম্পর্ক ছিল। এমনকী, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল এই নগরীর। এখান থেকে পাওয়া সিলমোহরে মিলেছে পাল তোলা নৌকো, ঘোড়ার প্রতিকৃতি।

চন্দ্রকেতুগড়ের কাছেই নদীর অস্তিত্ব টের পেয়েছেন ভূতত্ত্ববিদেরা। সেই নদী বহুকাল হারিয়ে গিয়েছে। পুরাতত্ত্ববিদদের ধারণা, হারিয়ে যাওয়া নদীটি ধরেই চন্দ্রকেতুগড় প্রায় পাঁচশো বছর ধরে ক্রমশ সমৃদ্ধ নগরী হয়ে ওঠে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে এখানে আসতেন বিভিন্ন দেশের মানুষ, বণিক, শ্রমণেরা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা এখানে উৎখনন করে পাওয়া খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রাগমৌর্য যুগ থেকে দ্বাদশ শতকের সেন যুগ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক পর্বের নিদর্শন উন্মোচিত করে। টিপি খননের ফলে সুপ্রাচীন কালের বুদ্ধ মূর্তি, পোড়ামাটির ফলক, শীলমোহর, বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রা, স্তুপ এবং নানা ধরনের পুঁথি উদ্ধার হয়েছে।

বেড়াচাঁপায় চন্দ্রকেতুগড় থেকে উদ্ধার হয়েছে নর-নারীর মূর্তি, গৌতম বুদ্ধ, পোড়া মাটির ফলক, টেরাকোটার মূর্তি, লাল পাথরের বুদ্ধমূর্তি, নানা সময়ের মুদ্রা, মাটির পাত্র, হাড়ের উপর করা নকশা, মূল্যবান পাথর প্রভৃতি। সত্যি বলতে কি,পর্যটন দফতর উদ্যোগী হলে চন্দ্রকেতুগড় ও টাকি অঞ্চল নিয়ে একটি পর্যটন সার্কিট গড়তে পারে।

চন্দ্রকেতুগড়ে ঢিবি আর গাছগাছালি ছাড়া কিছু অবশিষ্ট নেই। ছোট টিলার মতো উঁচু ঢিপি। পাশে বেশ কিছু নির্মাণের ভাঙাচোরা অংশ। ইতিহাসবিদদের অনুমান, সেখানেই মাটির নীচে চাপা পড়ে রয়েছে আড়াই হাজার বছরের পুরনো ইতিহাস।

অন্যদিকে,চন্দ্রকেতুগড়ের খনা-মিহিরের ঢিবি সংলগ্ন এলাকায় মাটির নীচে ছড়িয়ে রয়েছে বহু মূল্যবান প্রত্ন সামগ্রী। মাটি খুঁড়ে মেলে এই এলাকার প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন। তার মধ্যে রয়েছে পাল, গুপ্ত, মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ যুগের পানপাত্র, হাতির শুঁড়, টালি, ইট, পুতুল, মিথুন মূর্তি, নানা আকারের মাটির পাত্র, মুদ্রা এবং বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। অনেক কিছুই চুরি হয়ে গিয়েছে বলে স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ। স্থানীয় মানুষের প্রস্তাব সরকার যদি এখানে পরিকল্পিত ভাবে একটি বড় প্রত্নতত্ত্বীয় মিউজিয়ম গড়েন, তবে যেমন চুরি বন্ধ সম্ভব হবে অন্যদিকে টাকি ইছামতী

চন্দ্রকেতুগড় নামটি কোথা থেকে এল, তা নিয়ে তর্ক রয়েছে। ইতিহাসবিদদের ধারণা, চন্দ্রকেতুর সঙ্গে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সম্পর্ক রয়েছে ত্তকেউ কেউ মনে করেন মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে ছোট ছোট যে নগরগুলোর উত্থান হয়, চন্দ্রকেতুগড় তারই একটি। পঞ্চম শতাব্দীতেই চন্দ্রকেতুগড় আস্তে আস্তে মলিন হতে শুরু করে বলে অনেকে মনে করেন।

১৯০৬ সালে এই অখ্যাত গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা স্থানীয় চিকিৎসক তারকনাথ ঘোষের মাধ্যমে একটা চিঠি পাঠান আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অফিসে। তাঁরা জানান বেড়াচাঁপা গ্রামের এক জায়গায় কয়েকটা প্রত্নবস্তুর সন্ধান মিলেছে। এরপর ১৯০৭ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সম্পাদক এবং পুরাতত্ত্ববিদ নৃপেন্দ্রনাথ বসু এবং ১৯০৯ সালে খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ঘুরে যান তবে খননের কাজ শুরু হয় নি। উৎখনন চলে ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত। সম্ভবত ভারতে মৌর্য শাসন প্রবর্তনেরও আগে, আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত এখানে এক উন্নত নগরসভ্যতার অস্তিত্ব ছিল।

নিয়ে এলাকাটি ঘিরে একটি ট্যুরিস্ট সার্কিট হলে পুরো এলাকার গুরুত্ব যেমন বাড়বে তেমনি বাংলার পর্যটন মানচিত্রটিও হবে আরেকটু গৌরবের। সকালে গিয়ে চন্দ্রকেতুগড় এলাকা সারাদিন ঘুরে বিকেলেই ঘরে ফিরুন। বেঁড়াচাপা মোড়েই মাঝামাঝি মানের খাবার হোটেল পাবেন। চাইলে বারাসতে লাঞ্চ সেরে নিতে পারেন।

সত্যি বলতে কি, কলকাতার কাছাকাছি এমন শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ আছে,তা বিশ্বাস হবে না এখানে না এলে। পায়ের নীচে প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে তা ভাবলে রোমাঞ্চিত না হয়ে পারা যায় না।

যাওয়া আসা:

শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে করে হাসনাবাদগামী কোনও লোকাল ট্রেনে চেপে হাড়োয়া স্টেশনে নামতে হবে। সেখান থেকে অটো করে সোজা চন্দ্রকেতুগড়। অন্য দিকে, ধর্মতলা থেকে বারাসতগামী কোনও বাসে উঠে বেঁড়াচাপার মোড়ে নেমে অটো কিংবা টোটো ধরে নিতে হবে।

হাতে সময় কম, ঘুরে আসুন দশঘরার রাজবাড়ি

ডাঃ শামসুল হক

ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের কাছে দশঘরা রাজবাড়ীর আছে অতিরিক্ত একটা আকর্ষণ। মোট দশটি গ্রাম নিয়ে সেইসময় সেখানকার জমিদার বাড়ি এবং অন্যান্য আরও সব নিদর্শন সমূহ নির্মিত হয়েছিল বলেই সেই স্থানের নাম যে হয়েছে দশঘরা সেটা জানা গেছে ইতিহাস ঘেঁটেই। আর সেই সমস্ত গ্রামের মধ্যে রয়েছে গোপীনাথপুর, শ্রীরামপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, দেঘরা, জারগ্রাম, ইছাপুর, পাড়াম্বুয়া, আগলাপুর, গঙ্গেশপাড়া ইত্যাদি।

যদিও দর্শনীয় সেই স্থানের চারপাশ রায়পাড়া নামেই পরিচিত কিন্তু দশঘরার সমগ্র এলাকা জুড়ে সর্বকালে জড়িয়ে আছে বিশ্বাস পরিবারের নামটাও । একদা এই পরিবারের একজন উৎসাহী মানুষ তাঁর নিজস্ব ইচ্ছের তাগিদেই এখানে বসতি স্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন । তারপর সেইসময়ের অতি প্রতিষ্ঠিত বারদুয়ারি রাজবংশের রাজপুরুষ রাম নারায়ণ পাল চৌধুরীর বিশ্বাসভাজন বলে পরিচিত জগমোহন দেব বিশ্বাসের কাজে তুষ্ট হয়েই সেখানে বসবাস করার সুযোগও করে দেন।

তারপর সেখানে জাঁকিয়ে বসেন তাঁরা । নিজেদের যোগ্যতায় নিজেদের গুছিয়েও নেন। অবশেষে ১৭২৯ সালে সেই পরিবারের সদানন্দ বিশ্বাসের প্রচেষ্টায় সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় টেরাকোটা সমৃদ্ধ রাধা গোপীনাথের পঞ্চরত্ন শৈলীর মন্দির। তাঁরই প্রচেষ্টায় সেখানে আবার তৈরি করা হয়েছিল পাঁচ খিলান বিশিষ্ট দুর্গাদালানও। তৈরি করা হয়েছিল সুদৃশ্য একটা রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ শিবের আটচালা একটা মন্দিরও।

একসময় বিশ্বাস বাড়ির উদ্যোগে সেখানে চালু হয়েছে দূর্গাপূজাও । বিশ্বাস বাড়ির দুর্গা দালাল সংলগ্ন এলাকাতেই আয়োজন করা হয় সেই পুজোর। পুজোর কয়েকটা দিন সরগরম হয়ে থাকত সেই স্থান। প্রচুর জনসমাগম ও হতো। আর সেই পুজো দেখতে এসে উপস্থিত মানুষজন দেখতে ভুলতেন না দুর্গা দালানের পিছনে অবস্থিত রাধা গোপীনাথের মন্দিরও ।

পশ্চিমমুখী এবং ত্রিখিলান প্রবেশপথ যুক্ত সেই মন্দিরটি স্থাপিত উঁচু ভিত্তি বেদীর উপর। সামনেই গর্ভগৃহ । সেখানে ঢোকার দুটি দরজা। একটা পশ্চিমে এবং অপরটা উত্তর দিকে। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে টেরাকোটার কাজে পরিপূর্ণ। আর সেইসব কাজ দেখলে জানা যায় সেইসময়ের শিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যের কথাও ।

অনেকদিন সেইভাবে চলার পর একসময় যখন বেশ ফিকে হয়ে গিয়েছিল সেইসব কারুকার্য তখন সেগুলো সংস্কারের কাজ ও শুরু হয়েছিল। বিগত শতাব্দীর চারেক দশকে সেই বংশের পৃথ্বীশ বিশ্বাস কলকাতার কুমারটুলি এবং কৃষ্ণনগর থেকে মৃৎশিল্পী এনে জীর্ণ হয়ে যাওয়া মহামূল্যবান সেইসব শিল্পকর্ম নতুনভাবে তৈরি করে স্বস্থানে স্থাপনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

দশঘরার রাজবাড়ীতে হয়েছে বেশ কয়েকটা সিনেমার শুটিং ও । ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে মুক্তি পাওয়া জোড়া দীঘির চৌধুরী পরিবার সিনেমার শুটিং হয়েছিল বেশ কয়েকদিন ধরেই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় , বিকাশ রায় অভিনীত সেই সিনেমা হিট ও হয়েছিল।

আবার ভারতীয় ফুটবলের আদিপুরুষ নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারীর জীবন এবং সেই সময়ের ফুটবল নিয়ে তৈরি হয়েছিল গোলন্দাজ নামে একটা সিনেমাও । ২০২১ সালের ১০ ই অক্টোবর মুক্তি পাওয়া সেই সিনেমায় নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এই সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা দেব। দশঘরায় পৌঁছাতে গেলে তারকেশ্বর স্টেশন থেকে বাসে দশঘরা আসা যায়। হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইনের ধনিয়াখালি হল্ট কিংবা গুড়াপ স্টেশনে নেমেও আসা যায় সেখানে । তাই হাতে একটু সময় থাকলে অতি সহজেই ঘুরে নেওয়া যেতে পারে অতি দর্শণীয় এই স্থানও।